ত্নেশ্বরের মন্দিরে



শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ

র[redacted]রের মন্দিরে

কর্ণওয়ালিস থিয়েটার

প্রথম অভিনয় রজনী—২৩ ডিসেম্বর সাল ১৯২২

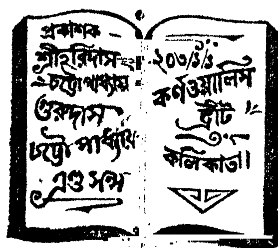
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

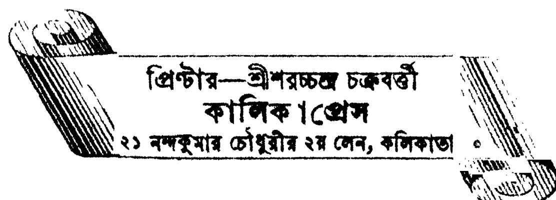
প্রণীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য বার আনা


প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।


প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১ নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

রত্নেশ্বর	...	...	বীরনগরের জমিদার মৃত ঠাকুর রঘুরাম সিংহ ঠাকুরের পুত্র
জানকীরাম	...	...	ঐ খুল্লতাত
রাজা কৃত্তিবাস	...	..	রায়নগরের ভূম্যধিকারী
মথুরমোহন	...	...	ঐ ভগিনীপতি
রমণীচরণ	...	...	কৃত্তিবাসের শ্যালক
জটাধারী সিং	...	...	যাদবপুরের মৌজাদার
হলধারী	...	..	জটাধারীর পুত্র
নিতাই	...	...	কৃত্তিবাসের কর্ম্মচারী
দুর্ল্লভ, বল্লভ	...	...	যাদবপুর বাসী
মাধব	...	...	রঘুরামের পূর্ব্বতন ভৃত্য
জগবন্ধু	...	..	মথুরের ভৃত্য

বালক, গ্রামবাসিগণ, ভৃত্যগণ, যাত্রিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সুরমা	...	...	মথুরমোহনের কন্যা
লীলাবতী	...	...	কৃত্তিবাসের স্ত্রী
ইন্দু	...	...	
রাণীবাই	...	...	জানকীরামের স্ত্রী
মোহিনী	...	...	লীলাবতীর পরিচারিকা
হস্নুরমা,	...	...	জটাধারীর স্ত্রী

কুমারীগণ, পরিচারিকাগণ, গ্রামবাসিনীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

[*] চিহ্নিত গীতগুলি মহাজন পদাবলী হইতে গৃহিত।

রত্নেশ্বরের মন্দিরে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

গ্রাম্য রমণীগণ

গীত

জয় শিবশঙ্কর, হর ত্রিপুরারি,
পাশী পশুপতি, পিনাকধারী,
শিরে জটাজুট কণ্ঠে কালকুট,
সাধক জনগণ মানস-বিহারী।
ত্রিলোক তারক, ত্রিলোক নাশক,
পরাৎপর প্রভু মোক্ষবিধায়ক,
করুণা নয়নে হের ত্রিলোচন
লয়েছি শরণ শ্রীপদে তোমারি। [*.]

মাধবের প্রবেশ

মাধব। তোমরা সব কোথা যাচ্ছ মা সকল?

১ম। রত্নেশ্বরের মন্দিরে গো বাবা! বাবার স্থানে মানত আছে, তাই যাচ্ছি।

মাধব। ও! আটাশে শিবরাত্রি। আজ মাসের ক'দিন?

১ম। আজ হ'ল চৌদ্দদিন।

মাধব। ঠাকুর স্থান এখান থেকে কতদূর হবে?

১ম। দশ বারো ক্রোশ হবে।

২য়। বারো কোশ খুব হবে। রাইনগরইস্তক এখান থেকে দশ কোশ।

মাধব। তা এত আগে থেকে যাচ্ছ কেন মা?

১ম। দুই এক জন আমাদের ভিতরে বাবার স্থানে ধর্ণা দেবে।

২য়। আর বিশ পঁচিশ হাজার লোক জড় হবে। একটু আগে গিয়ে বাসা ঠিক না করলে জায়গা পাব না।

মাধব। ঠিক বলেছ। যাক্, ভাগ্যক্রমে যখন এদেশে এসে পড়েছি, তখন বাবাকে একবার দর্শন করবার ইচ্ছা রইল।

১ম। তোমার বাড়ী কোথায় বাবা?

মাধব। বীরনগরের নাম শুনেছ!

১ম। শুনেছি বাবা, আমাদের গ্রামে রামী কামারণী ব'লে এক বুড়ি ছিল, তার মুখে বীরনগরের নাম শুনেছি। রঘুরাম ব'লে সেখানে একজন বড় ছত্রী জমিদার ছিল না?

মাধব। তোমাদের বাড়ী কি গোপালপুর?

১ম। সবার নয়—আমার বটে।

মাধব। রামীবুড়ী ছিল বল্‌ছিলে যে মা?

১ম। বছর খানেক হ'ল সে মারা গেছে।

মাধব। বুড়ীর কাছে যে একটি ছেলে ছিল?

১ম। রতনের কথা বলছ?

মাধব। বেঁচে আছে?

১ম। সে জটাইসিং বাবুর বাড়ী চাকরি করছে।

মাধব। তা'হলে আমি আসি মা! পারিত বাবার স্থানে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

২য়। সেটি তোমার কেউ হয় নাকি বাবা? (মাধবের প্রস্থান) শুনতে পেলে না, না শুনলে না!

১ম। বুঝতে পারলুম না বোন। যা হ'ক, ফিরে এসে জানতে পারব।

জনৈকা বৃদ্ধা ও যুবতীর প্রবেশ

বৃদ্ধা। হাঁগা, এগাঁয়ে কি কেউ ভদ্রলোক নেই গা? এখানকার কেউ কি মা বোন নিয়ে ঘর করে না?

১ম। কি হয়েছে বাছা?

বৃদ্ধা। আমার এই নাত্‌নীকে নিয়ে বাবার স্থানে চলেছি, পথে কতক-গুলো ছোঁড়া একে যা মুখে না আসে ব'লে তামাসা করলে! আমরা জাত খয়রা, অন্যায় দেখলে গুরুর খাতির রাখি না। থাকতো সঙ্গে ওর বাপ্‌, তাহ'লে তামাসার মজাটা একবার টের পাইয়ে দিত।

হলধারী প্রভৃতিকে অগ্রে লইয়া রত্নেশ্বরের প্রবেশ

রত্নেশ্বর। বলত মা, এর ভেতরে কে তোমার মেয়েকে তামাসা করেছে?

বৃদ্ধা। হয়েছে বাবা, আমার মনের দুঃখ মিটে গেছে, ওদের ছেড়ে দাও।

রত্নেশ্বর। যাও, মাফ্‌ চেয়ে চলে যাও। আর প্রতিজ্ঞা কর, এমন আর কখন করবে না।

['করব না' বলিয়া সকলের প্রস্থান

বৃদ্ধা। বাবা, কি আর তোমাকে বলব,—তুমি রাজা হও। নে বরি, বাবাকে প্রণাম কর। বাবা, আজ তোর বড় মানরক্ষা করেছে।

২য়। তুমি দিদি, কোনও কথা কইলে না কেন? তোমারইত গ্রাম।

১ম। কি বলব ভাই, আমাদের বাড়ীরও এক কুলাঙ্গার ওর ভিতরে আছে। রতন, বাপ্, আমিও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রাজা হও।

২য়। এই রতন? বল্‌গো তোরাও বল্। আমরাও কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

সকলে। তুমি রাজা হও।

[নারীগণের প্রস্থান

মাধবের পুনঃ প্রবেশ

মাধব। এই অদ্ভুত শক্তি দেখলুম, তুমি কে ভাই?

রতন। বলতে নেই, এখন বলতে নেই। অহঙ্কার হবে ভাই, অহঙ্কার হবে।

[রত্নেশ্বরের প্রস্থান

মাধব। এক মহাবীরের শক্তি দেখেছিলুম, আর এত কাল পরে তোমার দেখলুম। তুমি যে মনে বড় সংশয় জাগিয়ে দিলে ভাই।

১মা নারীর পুনঃ প্রবেশ

১মা। ও বাবা, ও বাবা! রতনের কথা জানতে চাইছিলে না?

মাধব। ওই রতন?

১মা। ওই রতন!

মাধব। মা! তিন বৎসরের শিশুকে মায়ের কোলে দিয়ে পাঠিয়ে-

ছিলুম। পাঠিয়েছিলুম, শত্রুদের হাত থেকে ছেলেটির জীবনরক্ষা করতে। তারপর বিশ বৎসর আমি খুনের দায়ে দ্বীপান্তরে। সেই ছেলেকে এতকাল পরে দেখলুম—দেখে ধন্য হলুম। মা মরেছে, তোমার মুখে শুনলুম। শোনামাত্র—চোখের জল ফেলতে পারলুম না। কেবল ওই ছেলেটির জন্য।

১মা। ওটি তোমার কে বাবা?

মাধব। আমার সব—ওটি ঠাকুর রঘুরামের পুত্র। একথা কাউকে এখন ব'ল না মা!

১মা। না বাবা, এ আশ্চর্য্য কথা, শুনে শুধু কাঁদবার, কাউকে বলবার নয়।

মাধব। বাবুর নাম রতন নয়, রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের দোর ধ'রে সন্তান।

১মা। যাও বাবা, আর তুমি দাঁড়িয়ো না—দেখা করগে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারোয়ারী তলা

দুর্ল্লভ ও বল্লভ

দুর্ল্লভ। ওই রত্না?

বল্লভ। তুমি কি! গাঁয়ে রত্না আবার ক'টা আছে?

দুর্ল্লভ। একা পাঁচজনকে ঘোল খাইয়ে দিলে!

বল্লভ। সে দেখতেই এক তামাসা—দু'টো বগলে, দু'টো দু'হাতে, আর একটার মাথার চুল দাঁতে কামড়ে।

দুর্লভ। তাইত হে, আমার ভাগ্যে দেখা হ'ল না! ওকে ত নেহাত নিরীহ ব'লেই জানতুম হে! ওর দেহে এত বল!

বল্লভ। তবে হ'ল কি জানো ভাই, গরীব বেচারী আর গাঁয়ে থাকতে পেলে না।

দুর্লভ। মনিবের ছেলেকে মেরেছে ব'লে?

বল্লভ। জটাইসিং বাবু'ক ওকে অমনি অমনি ছেড়ে দেবে মনে ক'রেছ

দুর্লভ। দেবে না? ওহে বলতে বলতেই জটাইবাবু!

বল্লভ। চুপ্ চুপ্—আমরা যেন কিছুই জানি না।

জটাধারীসিং এর প্রবেশ

জটা। হাঁ দুলু রত্না বেটাকে দেখেছ?

দুর্লভ। কই নাতো বাবু!

জটা। কোথায় গেল, বেটা কোথায় গেল!

বল্লভ। কেন বাবু, সে কি করেছে?

জটা। কোথায় গেল, পাজি; নেমকহারাম পঞ্চাশ জুতো পিঠে মেরে তোমাকে আজ বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দেবো তবে আমার নাম জটাধারী।

[জটাধারীর প্রস্থান

জটাধারীর স্ত্রীর প্রবেশ

জ, স্ত্রী। যদি রেয়াত কর, যদি বেটার শাসন না কর, তা'হলে ছেলেকে নিয়ে আমি এখনি বাপের বাড়ী চলে যাব, তা বলছি।

দুর্লভ। কি হয়েছে হলুর মা?

জ, স্ত্রী। চাকর, তার এত বড় আস্পর্দ্ধা, এত সাহস—মনিবের গায়ে

হাত! ঝাঁটা, ঝাঁটা—দেখতে পেলে একবার হয়—ঝাঁটা পিটে তাকে সোজা ক'রে দিই।

পুরুষ ও নারীগণের প্রবেশ

১ম, পু। তোমরা যদি কিছু না কর হলুর মা আমরা ছাড়ব না।

২য়, স্ত্রী। কিছুতেই না, কিছুতেই না।

[প্রস্থান

১ম, না। বেটা চাকর হয়ে, আমাদের ছেলেদের গায় হাত তুলবে!

বল্লভ। ব্যাপারটা কি গো?

১ম, না। ওই ব্যাটা রত্না—

১ম, পু। কোথায় পালাবে, খুঁজে বার কর্ বেটাকে—

দুর্লভ। রত্না কি করেছে হে?

১ম, পু। এসে বলছি ভাই, এসে বলছি। আগে বেটাকে ধ'রে আনি।

[প্রস্থান

১ম, না। ধ'রে আনো, ধ'রে আনো। আগে মুচড়ে বেটার হাতখানা ভেঙ্গে দাও, তারপর অন্য কথা। গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে ক'রে রামী কামারনী বেটাকে খাইয়ে বাঁচিয়েছে।—মেরে ফেল্, নেমক হারাম বেটাকে মেরে ফেল্।

[প্রস্থান

দুর্লভ। ভাই মজা বাধলো—চল যাই দেখে আসি।

বল্লভ। নারে ভাই দুলু, একজন লোকের উপর গাঁ শুদ্ধ লোকে অত্যাচার করবে, যে মানুষ ব'লে অভিমান রাখে, তার তা দেখা উচিত নয়।

দুর্ল্লভ। ঠিক বলেছ দাদা, একথা আমার মনে হয় নি।

বল্লভ। যদি তাকে রক্ষা করতে পারতুম, তাহ'লে যেতুম।

দুর্ল্লভ। রক্ষা কেমন ক'রে করব দাদা। গাঁ শুদ্ধ লোক ঝুঁকেছে দেখতে পাচ্ছ না!

বল্লভ। আমরা সবে দু'জনা মাত্র;—আমরা দু'জন তার পক্ষ হয়ে সমস্ত গাঁয়ের লোকের শত্রু হব?

দুর্ল্লভ। আমি আবার জটায়ের খাতক।

বল্লভ। কিন্তু সে কি করেছে জানো।

দুর্ল্লভ। তা কেমন ক'রে জানবো ভাই, তোমারই মুখে প্রথম শোনা।

বল্লভ। একটা খয়রার মেয়ে রত্নেশ্বরের কাছে মানত করতে যাচ্ছিল। ওই হলা, বিশে, ফক্‌রে—আরও চার পাঁচ বেটা দুবৃর্ত্ত পড়ে তার ওপর অত্যাচার করতে গিয়েছিল। রতন মেয়েটাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

দুর্ল্লভ। তাহ'লে সে ত সাধু, মহাত্মা হে! হে ভগবান সাধুকে রক্ষা কর।

লাঠীহস্তে ভৃত্যগণের প্রবেশ

বল্লভ। কোথায় রে?

দুর্ল্লভ। ওই রত্‌না বাবুদের নাকি মারধর করেছে।

বল্লভ। তাই বুঝি, সবাই পড়ে তাকে লাঠি পেটা করতে যাচ্ছিস্?

১ম, ভৃ। মনিবের নেমক খাই, না গিয়ে কি করব বাবু!

বল্লভ। বেশ, বেশ—কিন্তু শুনেযা তোদের ভিতরে যার লাঠীতে রতনের প্রাণ বেরিয়ে যাবে, এইখান দিয়ে হয়ে যাস্। আমরা তাকে টানার মেঠাই খাইয়ে দেবো।

১ম ভৃ। তবে যাব না নাকিরে!

২য়, ভৃ। এসেছি যখন চল্। আমরা কিছু না করলেই হ'ল।

বল্লভ। হে ভগবান, সাধুকে রক্ষা কর।

[ভৃত্যগণের প্রস্থান

রত্নেশ্বরের প্রবেশ

রত্নেশ্বর। খুড়ো মশাই! (গ্রামবাসীদ্বয় উভয়েই তাহাকে পলাইতে ইঙ্গিত করিল) অমন করছ কেনগো!

বল্লভ। পালা-পালা। এই দিক দিযে চলে যা।

বল্লভ। আমাদের বাড়ীর কানাচ দিয়ে, বাগানের ভিতর হয়ে চলে যা।

রত্নেশ্বর। কেন খুড়ো মশাই!

বল্লভ। তোকে মারবার জন্য গাঁ শুদ্ধ লোক খুঁজেছে।

রত্নেশ্বর। ও। বুঝেছি। তুমি একটু তামাক দাও খুড়োমশাই।

বল্লভ। ওরে পাগল, এখনি দেখতে পাবে, মারা যাবি—পালা।

রত্নেশ্বর। সেত পরে মারা যাব—এখন তামাক না খেয়ে যে মরি—দাও বাবা এক ছিলিম তামাক।

বল্লভ। (রত্নেশ্বরের হস্ত ধরিয়া) তবেরে বেটা, পালা বলছি।

রত্নেশ্বর। উঁহু তামাক খাব।

বল্লভ। কথা শুনবিনি? যা তবে আপাততঃ আমাদের মেলাতে লুকিয়ে থাকগে যা।

রত্নেশ্বর। উঁহু এইখানে বসে তামাক খাব (বসিয়া) আর দাঁড়াতে পারিছি না খুড়ো মশাই।

বল্লভ। তাহ'লে মরবি ?

রত্নেশ্বর। তুমিই ত মেরে ফেলছ খুড়ো !

বল্লভ। ওঃ বেটার নিয়োত ঘনিয়ে এসেছে !

দুর্লভ। যারে বাবা যা। দাদা মিছে কথা কয়নি। সারা গাঁ তোকে মারবার জন্য ঝুঁকেছে। মেরে ফেললে, আমরা রক্ষা করতে পারব না।

রত্নেশ্বর। কোথায় যাব খুড়োমশাই ?

বল্লভ। এখনও গাঁ ছেড়ে পালা, তারপর যেখানে সুবিধা হবে থাকবি।

রত্নেশ্বর। বলতে পার খুড়ো. পৃথিবীতে এমন স্থান কোথায় আছে, যেখানে লুকুলে যম আমাকে খুঁজে পাবে না ! যদি জান ত বল, আমি সেইখানে গিয়ে থাকি।

দুর্লভ। ঠিক বলেছিস্ রতন, বোস্ তুই, আমি তোকে তামাক এনে দিচ্ছি। [প্রস্থান

বল্লভ। তবে আনো হে আমি দাঁড়িয়ে থাকি, দেখি—রতন বীরপুরুষ—কাপুরুষগুলো বীরের কি করতে পারে দেখি।

(রত্নেশ্বরের গীত)

কথায় কথায় পথ যে হারাই
সাধ ক'রে কি তোবে ডাকি।
চলাটা না অচল হ'লে সাধ ক'রে কি বসে থাকি॥
মনকে শুধু আঁখিঠারা ইচ্ছা ক'রে দিশেহারা.
তাতে, কারো ক্ষতি হয়নি তারা নিজেই প'ড়ে গেছি ফাঁকি।
ডাকার মত ডাকতে দেমা যে কটা দিন আছে বাকি॥

রত্নেশ্বর। কই খুড়ো, এখনো যে আসে না।

দুর্ল্লভের প্রবেশ

দুর্ল্লভ। নে রতন তামাক খা।

রত্নেশ্বর। (তামাক টানিতে টানিতে) আঃ! বাঁচালে দুলু খুড়ো।

বল্লভ। তাইতরে রতন, তোর ভিতরে এত শক্তি ছিল, আমরা ত কেউ জানতুম না!

রত্নেশ্বর। আমিও জানতুম না খুড়ো!

দুর্ল্লভ। ও বেটারাও যে এক একটা ডাকাত রে!

রত্নেশ্বর। ডাকাত ব'লনা খুড়ো, ডাকাত কথার একটা মান আছে। ছ্যাঁচড়, ছ্যাঁচড়।—নাও এইবারে তোমরা এক একবার খাও।

বল্লভ। বেশ করে খা।

রত্নেশ্বর। খুব খেয়েছি, পেটভরে গেছে। আমিও কি জানতুম খুড়ো যে আমার ভেতরে এত শক্তি আছে! দেখলুম এক মা রত্নেশ্বর দেখতে যাচ্ছে। আর পাঁচসাত বেটা দানব তাকে ঘেরেছে। মায়ের গায়ে হাত দেয়, এমন সময়ে মা কেঁদে উঠলো, "হা বাবা রত্নেশ্বর! তোমাকে দেখতে এসে আমার ধর্ম্ম যাবে?" অমনি আমার মাথাটা কেমন করে উঠলো। আমারও নামত রত্নেশ্বর! সে অচল—আমি সচল। অচল যদি অবলাকে রক্ষা করতে সচল হয়, সচল কি ভ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? চোক বুজে মনে মনে তখন একবার ডাকলুম, একবার জাগত রত্নেশ্বর। খুড়ো! তোমায় বলব কি তখন চাইতে গিয়ে দেখি শরীরটে যেন এতখানি ফুলে উঠেছে, আর বুকটো যেন দশহাত চওড়া হয়ে গেছে! বস্ কাম ফতে। খয়রা মায়ের ধর্ম্মরক্ষা হয়ে গেল।

দুর্লভ। রতন তুমি ধন্য।

রত্নেশ্বর। এত শক্তি কোথায় ছিল খুড়োমশাই।

বল্লভ। তোমার দেহেই ছিল, তুমি জানতে পারনি।

রত্নেশ্বর। কেন খুড়োমশাই ?

বল্লভ। জানবার প্রয়োজন হয়নি।

রত্নেশ্বর। উঁহু! প্রয়োজন অনেক হয়ে গেছে। জটাই বাবুর বাড়ীর চাকরি, প্রয়োজন হয়নি এ কথা কেমন ক'রে বলব!

দুর্লভ। তাহ'লে বাপধন, তোমার মনে।

রত্নেশ্বর। তাও নয়, তাও নয়—আরও দূরে, আরও দূরে, আরও দূরে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল্লভ। ওই ওরা ফিরে আসছে রত্নেশ্বর! যদি সাবধান হবার দরকার বোঝ বাবা, এখনও সময় আছে।

রত্নেশ্বর। কলকেটা নাও বাবা!—আরও দূরে, আরও দূরে, আরও দূরে।

(রত্নেশ্বরের গীত)

ও শমন পালিয়ে যারে পথ থেকে।
আমার ঘরের সর্ব্বনাশী তোরে না দেখে।
শিবকে শব ক'রে
খাঁড়া ধ'রে নাচছে সে তার বুকের উপরে।
দেখলে তোরে রাখবে নারে,
তোর রাজ্য যাবে ছারে খারে,
খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে, তোরে ছড়িয়ে দেবে দশদিকে॥

জটাধারী প্রভৃতির প্রবেশ

জটা। বাবা! আমি যে অপরাধ করেছি।

সকলে। আমরাও যে করেছি বাবু! আমরাও যে করেছি!

জটা। কত তাচ্ছিল্য করেছি, কত গাল দিয়েছি—

সকলে। আমরাও যে করেছি বাবু! চিনতে না পেরে—

জটা। অপরাধ—অপরাধ—

সকলে। অপরাধ, অপরাধ!

রত্নেশ্বর। এ সব কি হুজুর?

জটা। ওরে বাবা, হুজুর কি। ব'লনা বাবু, আর ব'লনা।

সকলে। হুজুর তুমি—অপরাধ, অপরাধ—মাফ্ কর বাবু সাহেব!

জটা। ওরে হলা, ও আঁটকুড়ীর বেটা! পায়ে ধর্ পায়ে ধর্। ফকরে, বিশে, হাঁদা, কেলো—ওরে বেটারা তোরাও পায়ে পড়্। তো' বেটাদের জন্যেই ত আমাদের যত দুর্দ্দশা।

হলা। মাফ্ কর বাবু সাহেব! (অন্যান্য যুবকগণের তথাকরণ)

রত্নেশ্বর। খুড়োমশাই! কিছু কি বুঝতে পারছ?

বল্লভ। অবাক্ হয়ে দেখছি মাত্র বাবা।

রত্নেশ্বর। বুঝতে পারলে না বাবা। (বুকে হাত দিয়া) এর ভিতরে রত্নেশ্বর জেগেছে। খুড়ো! আমি যে চোখে কাণে কিছু দেখতে শুনতে পাচ্ছি না। কোথা তুমি?

বল্লভ। কি বলতে চাও, বল!

রত্নেশ্বর। এটা কি এদের তামাসা না ঘোরতর একটা কাণ্ড? আমি চাকর এরা মনিব; আমি কামার এরা ছুত্রি।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। না প্রভু, তুমি কামার নও—তুমি ছত্রি। শুধু ছত্রি নও, ছত্রিশ্রেষ্ঠ যে বাড়ীতে তোমার পায়ের ধুলো পড়বে, সে বাড়ীর লোক ধন্য হবে। আপনি ঠাকুর রঘুরাম সিংহরায়ের পুত্র।

রত্নেশ্বর। খুড়ো! শুন্‌ছ?

দুর্লভ। আমরা সকলেই শুনছি বাবা!

রত্নেশ্বর। শুনে, আশ্চর্য্য হচ্ছ?

বল্লভ। এ রকম আশ্চর্য্য আমরা জীবনে কখন হইনি।

রত্নেশ্বর। যে কথা বললে সে কোথা?

মাধব। এই যে সে বাবু, আপনার সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

রত্নেশ্বর। তোমার নাম?

মাধব। মাধব।

রত্নেশ্বর। তোমাকে কি সম্পর্কে ডাকব?

মাধব। যিনি তোমাকে গর্ভে ধরেছিলেন, আমি তাঁকে মা বলতুম।

রত্নেশ্বর। মাধব দাদা, আমাকে ধ'রে তোলো।

মাধব। চোখ খোলো প্রভু, সকলে আশ্চর্য্য হয়ে তোমাকে দেখছে।

রত্নেশ্বর। খুলবো মাধবদা, খুলবো। বাবু!

জটাই। আর আমাকে বাবু বলছ কেন বাবু, আমিও এক সময় তোমাদের বাড়ীতে চাকরি করেছি। আমার যা মান ঐশ্বর্য্য, তা তোমাদেরই কৃপায়।

রত্নেশ্বর। বাবা তোমাকে কি বলতেন?

জটাই। আমি বড় ছিলাম। আমাকে তিনি ভাই বলতেন।

রত্নেশ্বর। বেশ, আজ থেকে তুমি আমার জ্যাঠা। আর হলুর মা,

তোমাকে মা বলতুম, তোমাকে বললুম জ্যাঠাইমা। আর গ্রামের সব! তোমরা আমার মা, বাপ, ভাই, বোন বন্ধু! মাধবদা, এইবারে আমার হাত ধ'রে গাঁয়ের বাইরে নিয়ে চল।

জটাই। সে কি বাবা, না খাইয়ে তোমাকে যে ছেড়ে দেবোনা!

সকলে। তা হ'তেই পারেনা—হ'তেই পারে না।

হলু। তা হ'তে পারে না দাদা, তুমি আমাদের শাসন করেছ, দুর্ব্বৃত্ত আমরা একদিনেই তোমার কৃপায় মানুষ হয়েছি। আজ আমরা তোমার সেবা করব।

যুবকগণ। ঠিক বলেছ হলুদা। আমরা আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়বোনা।

বসন্ত। আজ কি, ক'দিন বল্। বাবা রত্নেশ্বর! সব বাড়ীতে তোমাকে এক একদিন নেমন্তন্ন খেতে হবে।

রত্নেশ্বর। খুড়ো! ব'লনা। দেখছো না চোখ চাইতে পাচ্ছি না! চাইলে আর এখান থেকে যেতে পারব না। বিশ বৎসরের সঙ্গ—এর চারদিকে আমার দিদিমার স্নেহ রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে! দেখলেই ভুলে যাব। খুড়ো অনুরোধ ক'র না।

মাধব। আজ আর অনুরোধ করবেন না। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, ওঁর যোগ্য মূর্ত্তি নিয়ে এখানে আবার একদিন যেন আসতে পারি।

বসন্ত। আসবে, আসবে—

সকলে। ঠিক আসবে।

রত্নেশ্বর। মাধবদা!

মাধব। চল ভাই।

জটা। চল, আমরাও কতকদূর সঙ্গে যাই।

তৃতীয় দৃশ্য

সুরমার কক্ষ

মথুরমোহন ও সুরমা

মথুর। কেমন লোক দেখলি, সুরা?—আমার কাছে লজ্জা করলে ত চলবে না মা! আমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে মনে হচ্ছে, বেশি দিন আমি বাঁচব না। ভবিষ্যৎ, এখন থেকে তোমাকেই ভেবে কাজ করতে হবে। তোমার উনিশ বৎসর বয়স হ'ল। এদিকে আমার কেউ নেই, অথচ দশহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি। তোমাকে সুখী দেখে মরতে পারলেই এখন আমি নিশ্চিন্ত।

সুরমা। নামটা কেমন কেমন ঠেকলো বাবা! আশি ডাল্—মানে কি?

মথুর। ও! তোকে ইংরিজি নাম বলেছে বুঝি!

সুরমা। আমি মনে করেছিলুম বুঝি, মসুর ডাল, অড়র ডালের কোন মাস্‌তুতো পিস্‌তুতো ভাই।

মথুর। (হাস্য) ইংরিজি পড়েছে—তিনটে পাশ করেছে। শিক্ষিত ছোকরা,, তাই বাংলা নাম মুখে আনতে তার লজ্জা হয়েছে। আর্শি নয়। সেটা হচ্ছে তার নামের ইংরিজি আদ্য অক্ষর। লেখাপড়া শিখলে কি হবে, বোকা বোকা—আমাকে দেখলে, কিন্তু আমার হাঁটুর ওপর কাপড় দেখে প্রণাম করলে না।

সুরমা। তাই বুঝি তুমি বাবা, কাপড় ছেড়ে এলে।

মথুর। কি করি, আজকালকার ছেলেরা কাপুড়ে সভ্য, পোষাক পরিচ্ছদ একটু ভাল রকম না দেখলে অসভ্য মনে করে। ভিতরের সভ্যতা আমাদের যে কি আছে, জানেও না, জানতে চায়ও না।

সুরমা। কিন্তু বাবা, কথা তার মন্দ নয়। আমাকে 'আপনি' 'আপনি' বলছিলো। মেজাজ বেশ নম্র।

মথুর। হাজার হ'ক, লেখা পড়া শিখেছে ত! বিদ্যায় নম্রতা আপনি আসে। যাই হ'ক, তুমি তাকে দেখে নাও। এরপর বলতে পারবে না, বাবা আমাকে কার হাতে ধ'রে দিলে। বংশ ভাল, বিদ্যে আছে, রূপ আছে। তার ওপর বুঝতে পারছ ত মামীর ভাই। আমি ম'লে তোমার মামাই তোমার অভিভাবক।

সুরমা। মামীর ভাই ত এক রকম মামাই হয়।

মথুর। (সহাস্যে) ওরে পাগলি, তাতে বিয়েতে বাধা হয় না। 'মামার শালা, পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।'

সুরমা। আর্শিবাবু কোথায় গেলো ?

মথুর। গেলো নয়রে বুড়ী, গেলেন বলতে হয়। সাবধানে কথা কইবি, বিয়ে হ'ক আর না হ'ক, যেন অসভ্য না ব'লে চলে যায়। আর আর্শি বাবু নয়—রমনী চরণ ধল্।

সুরমা। কি বললে বাবা—রমনী কি ?

মথুর। রমনী চরণ ধল বি, এ।

সুরমা। ও মা, রমনী আবার পুরুষের নাম হয়!

মথুর। আজকাল ওই রকম নামই দেশের লোকের পছন্দ। যত জাতটা দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে, নাম গুলোও তেমনি কোমল মেয়েলি হচ্ছে। ও নামে ওর দোষ নয়, সে ওর বাপ মায়ের

দোষ। নামের সঙ্গে অনেক সময় প্রকৃতি ও জড়িয়ে যায়। ঈশ্বর চন্দ্রই বিদ্যাসাগর হয়, পুঁটিরাম কোনও কালে হয় না।

সুরমা। আবার 'বিয়ে' না একটা কি বললে! রমণী বাবুর ত বিয়ে হয়েছে।

মথুর। ও! তুই কথাটা ধরেছিস্ বটে। ওটাতে একটু রহস্য আছে। ওটা বাংলায় বোঝায় বিয়ে, কিন্তু ইংরিজিতে উল্টো ওর মানে আইবড়। ব্যাচিলর অভ্ আর্টস্, ও একটা বিদ্যের খেতাব।

সুরমা। শুনে বাঁচলুম, বুকের একটা ধুক্ পুক্নি কেটে গেল। বাবা, বিলিতীর সব উল্টো!

মথুর। তা হ'লে তোর মামাকে কি চিঠি লিখে পাঠাবো?

সুরমা। কি লিখবে?

মথুর। ওই দেখ! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ার পর সীতে কার মাসী। তোর বিয়ের কথা।

সুরমা। মামা কি তোমাকে চিঠি লিখেছে?

মথুর। না লিখলে, আমি কি তাকে উপযাচক হয়ে পত্র দিয়েছি! সে ছেলে আমি নই সুরমা, কাউকেও খোসামোদ করি। তা করলে, এতদিন কোন্ কালে তোর বিয়ে হয়ে যেত।

সুরমা। মামা কি, আর্শি—দূর ছাই রমণী বাবুর হাত দিয়েই পত্র দিয়েছে?

মথুর। তা কি পারে? রাজা কৃত্তিবাস কি এত বোকা! চিঠি আগে দিয়েছিল। আমি তার উত্তরে পত্র লিখি। তাতে লিখে ছিলুম, ছেলেটিকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিতে। তবে ছেলেটির হাত দিয়ে তোমার মামী এক পত্র দিয়েছে। শিবরাত্রির

উৎসবে তোমাকে রাইনগর নিয়ে যেতে আমাকে অনুরোধ করেছে।

সুরমা। শিবরাত্তিরে আমি যাব বাবা! আমি রত্নেশ্বর দেখব।

মথুর। সে কথা পরে, এখন তোর মামার চিঠির জবাব কি?

সুরমা। আমি বুনো মুখ্‌খু; আর রমণী বাবু সহুরে, তার ওপর পণ্ডিত।

মথুর। পণ্ডিত ব'লেই ত দিতে সাহস করছি।

সুরমা। কিন্তু লোকটি ভাল।

মথুর। মন্দ নয়। তবে আমার যে খুব পছন্দ একথা বলতে পারি না সুরো!

সুরমা। কেমন একটু টেনে টেনে কথা কয়, আর ঠোঁটের ভিতর দিয়ে হাসে। ও মা! ওকি হাসি! প্রাণ খুলে হাসতে জানেনা নাকি!

মথুর। ও ও একটা বিলিতি সভ্যতার ধরণ! তাতে কিছু আসে যায় না। ছেলেটা ছত্রির সহবত জানে না। ওর এসেই আমাকে আগে প্রণাম করা উচিত ছিল। তা তাতেও ওর বাপ মাকে যত দোষ দিই ওকে তত দিই না।

সুরমা। এবারে তোমাকে দেখলেই প্রণাম করবে।

মথুর। তাহ'লে তোর মামাকে জবাব দিই?

সুরমা। জবাব কি রমণী বাবুর হাত দিয়েই দেবে?

মথুর। দিতে দোষ কি?

সুরমা। যদি সে চিঠি খুলে পড়ে?

মথুর। সে যা জবাব দেব, ও প'ড়ে বুঝতে পারবে না। আমি তার

সঙ্গে দেখা করবার কথা লিখব। লিখব—তোর মত পেলে। আর প'ড়ে বুঝতে পারে, বুঝুক।

সুরমা। আর মামীর চিঠির জবাব ?

মথুর। ওই এক চিঠিতেই দু'চিঠির জবাব। তোমার মত না থাকলে ত রাইনগর যাওয়া চলবে না!

সুরমা। আমি মামার বাড়ী যাব—বাবু!

মথুর। তাহ'লে তোর বিয়ের কথা তাকে লিখে দিই! (সুরমা গ্রীবাভঙ্গে সম্মতি জানাইল) জগা! বাবু কোথায় গেলরে ?

জগবন্ধুর প্রবেশ

জগা। আজ্ঞে হুজুর, আপনার বন্দুকটো নিয়ে তিনি বাগানে পাখ শীকার করতে গেছেন।

মথুর। ফিরে এলে আমাকে খবর দিবি।

জগা। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

মথুর। দেখছিস্ সুরা; হাজার হ'ক ছত্রির ছেলেত!

সুরমা। কিন্তু বড় কাহিল—যেন কত কাল খায়নি।

মথুর। ও ও একটা ইংরাজি পড়ার গুণ। যত বিদ্যে মাথায় ঢুকতে থাকে, ততই যশুরে কইয়ের মত মাথা ভারি হয়ে পড়ে। হাত পা গুলো সব শুকিয়ে নলির মত হয়ে যায়।

সুরমা। সেই মাথায় আবার একরাশ চুল—রমণীত রমণী।

মথুর। তুই যে কেবল তার খুঁৎ বার করতেই লাগ্লি। দেখ্, পছন্দ না হয় এখনও বল্।

সুরমা। লোক বেশ ভালো।

মথুর। অভ্যাগত কুটুম্ব জেনে তার অভ্যর্থনা করবে, কিন্তু সাবধান যেন বে-সহবতি হয়োনা সুরা!

সুরমা। না বাবা তা হ'ব কেন! সত্যিই কি আমি অসভ্য?

মথুর। তা হ'বে কেন মা, তুমি মহৎ বংশের মেয়ে। তবে আজকাল সভ্যতাটা কিছু মূর্ত্তি ফিরিয়েছে কিনা, তাই তোমাকে সাবধান হ'তে ও কথা বললুম। তুমি ক্ষত্রিয় বালা, শিশোদীয়া, তোমার তেজস্বীতায় সন্দেহ করতে ত আমার অধিকার নেই।

সুরমা। কিন্তু রমণীবাবু—আমি গাইতে জানি কিনা জিজ্ঞাসা করছিল।

মথুর। শুনিয়ে দেবে সে কি! ওস্তাদ রেখে তোমাকে গান শেখালুম, সে কি বৃথা যাবে?

[প্রস্থান।

সুরমা। স্কেৎ—কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছিনা ছাই। একটা গানই গাই।

গীত

আমি দেখেছি, আমি দেখেছি, আমি দেখেছি।
দোরের আড়ালে লুকালে হবে কি আমি চিনে ফেলেছি।
আর নিতি নিতি আস লুকিয়ে,
দেখি মুখ খানি থাকে শুকিয়ে,
কি জানি তোমার কত-কি কি-যেন কতদিন ধ'রে শুনেছি।
এসেছ যখন এসো ঘরে,
যদি যেতে হয় যেয়ো পরে,
চেনা মুখখানি আবার চিনেনি নিকটে যখন পেয়েছি।
এসো ওগো কি নামটী তোমার, দূর্ ছাই, ভুলে গিয়েছি।

রমণীচরণের প্রবেশ

সুরমা। আসুন।

রমণী। না না, আপনি গান। আমি এসেছি, এটা আপনি অনুগ্রহ ক'রে যদি না মনে করেন, তাহ'লে আমি বড় সুখী হব।

সুরমা। তা আপনি সুখী হ'তে পারেন, কিন্তু আমি যে জাজ্বল্যমান আপনাকে চোখের সামনে দেখছি।

রমণী। যদি আমার আসাটা আপনার অপ্রিয় হয়, তাহ'লে—

সুরমা। অপ্রিয় হবে কেন,—আর্শিবাবু।

রমণী। আপনার সম্বোধনের কথাটা যদি আমি ঈষৎ পরিবর্ত্তন করবার ইচ্ছা করি, তা হ'লে আমি বোধহয় আশা করতে পারি, আপনি সেটা সদয়ভাবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

সুরমা। এতক্ষণ ধ'রে কি বললেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারলুম না আর্শিবাবু!

রমণী। আর্, শি ব'লে বাবু বলায় ভুল হয়। হয় আমাকে বলবেন মিষ্টার ডাল্, আর সেইটা বললেই সম্বোধনের ভিতর দিয়া একটা উন্মুক্ত আকাশের মত ঘোমটা খোলা উদারতা এমন একটা অতি কি যেন সরল স্নেহের আবেগ নিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে যে, আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ভাষা আর কোন উপায়ে সেটা প্রকাশ করতে পারে না।

সুরমা। এটা আবার আরও মারাত্মক গোলমেলে হয়ে গেল, ডাল বাবু।

রমণী। আপনি আমাকে রমণীবাবু বলবেন।

সুরমা। বললে রাগ করবেন না?

রমণী। দেখুন, রাগ শব্দটা অতি প্রাচীন কালে, অর্থাৎ যখন রাজা অশোক কলিঙ্গ বিজয় করতে গিয়ে ন্যগ্রোধ তরুর তলায় ক্লান্ত হয়ে বসেছিলেন, আর রাজকুমারী তিষ্যরক্ষিতা একছড়া মালা হাতে তাঁকে দেখেই সলজ্জ অধরের পাশ দিয়ে শিশিরের মত শুভ্র কোমল হাসি নিক্ষেপ করেছিলেন, তখনই ওই রাগ শব্দটার মানে ছিল অনুরাগ। সেই অর্থে কথাটা নিতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তা হ'লে সঙ্কোচহারা হয়ে বলতে পারি, রমণীবাবু বললেই আমি রাগ করব।

সুরমা। তা করুন—

রমণী। বলেন কি—তাহ'লে আপনাকে এ কাঁপা বুকের কৃতজ্ঞতা জানাতে, সমস্ত ওয়েবষ্টার ডিক্সনারি খানা থেকে লাগন-জোগান কথা সংগ্রহ করতে হবে যে!

সুরমা। আপনি পাখী শীকার করতে গিয়েছিলেন না? আপনার হাসি দেখলে আমার হাসি পায়। অমন মুখ টিপে হাসি আমি হাসতে পারি না। আয়নার সুমুখে গিয়ে চেষ্টা করলুম, দাঁত বেরিয়ে পড়ল। যাক্ বাঁচলুম। আপনারও তাহ'লে দাঁত বেরোয়। সত্যি বলছি, রমণীবাবু, আমি হো হো না ক'রে হাসতে পারি না। সহরে সেটা বড় অসভ্যতা না?

রমণী। (মাথা নাড়িয়া সহাস্যে) অসভ্যতা এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয় মিস্ রয়। পাগল-পারা, অঝোর-ঝরা প্রাণের হাসি যখন অসীমকে বুকে ধরতে অনল-গিরির দোহলবেগে বাইরে ছুটে আসে, তখন তার জগৎ-নাচানো উথলে-ওঠা, ক্ষ্যাপা অধর কিছুতেই রোধ করতে পারে না।

সুরমা। হিহিহি—আপনি বেশ। কিন্তু আমি যে একেবারে মুখ্‌খু, রমণী বাবু!

রমণী। আমার এই বুকের ভেতরের সেই চিরসজাগ-অজানা কিছুতেই একথা আমাকে বলতে দিচ্ছে না—সুরমা। (জিভ্ কাটিয়া) আমি বিষম অন্যায় অন্যমনস্কে আপনার নামটা যে ধ'রে ফেললুম মিস্ রয়।

সুরমা। তাতে কি, তুমি বেশ করেছ। ওমা, আমি ও কি বল্‌তে কি বলে ফেললুম।

রমণী। আবার বল, আবার 'তুমি' বল সুরমা!

সুরমা। তুমিই ভাল—ও আপনি, আপনি—ও আমার এমন বাধো বাধো ঠেক্‌ছিল! ও এই তোমার 'তুমি'র ভেতর দিয়ে, আপন-হারা পাগল-ঝোরা সকল-চোরা কি যেন, কি যেন, কোথাকার কি এসে কি যে বুকটার ভিতরে ক'রে গেল—

রমণী। সুরমা, সুরমা!

সুরমা। আচ্ছা শুনলুম, তুমি যে পাখী শীকার করতে গিয়েছিলে?

রমণী। গিয়েছিলুম সুরমা; তোমাদের ওই পিয়াল্ গাছের ডালে বসা, একটা আন্‌মনা ঘুঘুকে দেখে বন্দুকটি যেমন তুলেছি, অমনি তোমার গান আমার বুকে এমন এক মধুর নিঠুর আঘাত করলে যে সারা হাত খানা পর্য্যন্ত তাতে অবশ হয়ে গেল।

সুরমা। তামাসা করছ কেন ডাল্? আমি কি গাইতে জানি!

রমণী। সুরো-সুরো-সুরো—আমার সুরো। আর তুমি আমাকে যা বললে সুখী হও বল, কিন্তু দোহাই সুরো, আমাকে মিথ্যাবাদী ব'ল না। তোমার গান—অনেক মহিলার গান অবশ্য আমি শুনেছি,

কিন্তু তোমার গানের মত—তাইত সুরো, আবার পাছে আমাকে তুমি মিথ্যাবাদী বল—

সুরমা। চল, তোমার পাখী শীকার দেখিগে।

রমণী। (হাসিতে হাসিতে) নিষ্ঠুরতা? এই প্রাণ-পাগল-করা দিনে?

সুরমা। তাইত, তাহ'লে কি করা যায়!

রমণী। সুরো, তাহ'লে আর একটি—

সুরমা। গান? কি বল, আমার গান কি তোমার মত পণ্ডিতদের শোনাবার!

রমণী। যদি না শোনাও, সুরো, তাহ'লে আমি এমন একটা নিরাশার কথা—দারুণ যন্ত্রণাদায়ক আবশ্যকতার তলায় পড়ে তোমাকে শোনাতে বাধ্য হব।

সুরমা। গানে, না কথায়?

রমণী। সুরো, আমার সমস্ত বুকটার আবেগ নিয়ে অনুরোধ—

সুরমা। থামো বাবু, আমি গাইছি।

(সুরমার গীত)

আমি গাইব এমন গান,
থাকবে না তার তান, লয় থাকবে না তার মান।
থাকবে নাকো কোন ছন্দোবন্ধ আমার গানে,
থাকবে নাকো এমন কথা, থাকবে গো যার মানে।
থাকবে শুধু একটি সুর একটু ছড়ির টান।
শুনবে এসো শুনবে এসো আমার নূতন গান॥

রমণী। আজ আমি কোথায়? কোন্ দুরন্ত দিগন্তের নিলাজ পরিহাস আমার কানের কাছে অতি মৃদু অতি না-শোনা ভাষায় আমাকে এ কি বলছে। তুমি মাটিতে নও, তুমি আকাশে; তুমি গোপনে নও, তুমি প্রকাশে।

সুরমা। আর এ পাশে নয়, ও পাশে। বাবা আস্‌ছেন।—(নেপথ্যে-সুরা)

(রমণী শশব্যস্তে উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে যাইল)

মথুরমোহনের প্রবেশ

রমণী। আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না শীকার দেখবেন।

সুরমা। চলুন না, এতে ত আমার খুব আনন্দ।

মথুর। কিগো বাবাজি, তুমি শীকারে গিয়েছ শুনলুম যে!

সুরমা। উনি আমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করছেন।

মথুর। বেশ ত তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে, যাও।

সুরমা। তাহ'লে চলুন আশি—দূর ছাই, ভাল, আরে গেল—

রমণী। রমণীবাবু।

সুরমা। চলুন রমণী বাবু, আপনার সঙ্গে শীকার ক'রে আসি।

মথুর। বেশ ত বাবাজীর সঙ্গে যা'। তোরও শীকার করার শক্তিটা বাবাজীকে একবার দেখিয়ে দে। ভাল ভাল পাখী মেরে আনতে পারিস্—নিজেই আবার রেধে ওঁকে খাইয়ে দিবি—

সুরমা। চলুন রমণী বাবু! দেখা যাক্, কে ক'টা পাখী মারতে পারে।

রমণী। (বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া) আ—প—নি!

সুরমা। আশ্চর্য্য হচ্ছেন? চলুন না—দেখাই যাক্। জগা-জগা! আরে ম'ল জগা!

জগবন্ধুর প্রবেশ

মথুর। জগবন্ধু!

সুরমা। আমার রাইফেল্‌টা এনেদে—শিগ্‌গির।

জগ। কোথায় রেখেছ দিদিবাবু?

সুরমা। আরে ম'ল, কোথায় থাকে জানিস্‌ না? ন্যাকা হয়েছিস্‌? (জগবন্ধুর প্রস্থান) আপনার সেটা কোথায় রেখেছেন বাবু?

রমণী। আপনি—শী-কা-র—

জগবন্ধুর বন্দুক লইয়া প্রবেশ

সুরমা। আপনার? (মুখের দিকে চাহিয়া) বেশ, একটাতেই হবে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

মথুর। বেশী দেরী ক'রনা মা, ওঁকে আবার আজই রাইনগর ফিরতে হবে। সামনে চৈত্র আর সময় নেই। (সহাস্যে) জগবন্ধু! ছোকরা বন্দুক ছুঁড়তে জানে না।

জগ। তাই যেন মনে হচ্ছে বাবু!

মথুর। তুই যা, বাবুর স্নানটানের ব্যবস্থা করে রাখ্‌।

জগ। দিদিবাবুর সঙ্গে কি—

মথুর। ভবিতব্য জগ, ভবিতব্য।

জগ। হ'লে কিন্তু মন্দ হয় না বাবু! ছেলেটি দেখতেও ভাল, কথা বার্ত্তাও ভালো।

মথুর। যা' তুই এখন জলটল ঠিক ক'রে রাখগে যা। ওরে সহুরে ছেলে, দিঘীতে স্নান করতে ওদের ভয় করে।

রমণীচরণের প্রবেশ

কি বাবা, ফিরে এলে যে ?

রমণী। একটা বন্দুক নিতে এলুম—আর একটা ভুল হয়েছিল—

মথুর। কি ভুল বাবা ?

রমণী। সেটা যদিও অনেকটা মারাত্মক, তবু আপনার মহত্ত্ব সেটাকে অতি তুচ্ছভাবে গ্রহণ করবে, এটা আমি বোধ হয় আশা করতে পারি ?

মথুর। কি বলতে চাও, খুলে বল বাবা !

রমণী। আপনাকে—নমস্কারটা—

মথুর। (হাস্তে) কিছুনা, কিছুনা,—তাতে কি—তাতে কি—

রমণী। অন্তরের ধন্যবাদ—(হাত তুলিয়া নমস্কার ও প্রস্থান)

মথুর। আরে ম'ল—এর চেয়ে বেটার নমস্কার না করাই যে ছিল ভাল। যাক্ বুঝতে পারছি মেয়েটা শিখিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা তাহ'লে তার মনে লেগেছে। তা হ'লেই হল।

চতুর্থ দৃশ্য

বনপ্রান্তস্থ পথ

রত্নেশ্বর ও মাধব

মাধব। নাও, এইবারে কি করবে ভাই বল।

রত্নেশ্বর। তুমি কি ঠিক করলে মাধব দা?

মাধব। তোমার ঠিকই আমার ঠিক। যদি বাবার স্থানে যেতে চাও, তাহ'লে এইখানে জলটল খাওয়া সেরে নিতে হবে। সুমুখে ওই জঙ্গল, ছ'কোশের ভেতরে আর লোকালয় নেই। আর যদি বীর-নগরেই যাওয়া স্থির কর, তাহ'লে আরও কোশ খানেক গিয়ে চটি পাব, সেইখানে গিয়ে বিশ্রাম করি।

রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বর দেখতে যাওয়া এখন আমার ঠিক হয় কি মাধবদা?

মাধব। সে তুমি যে রকম ভালো বুঝবে করবে ভাই। কিন্তু আমার পক্ষে যাবার যোগ্য সময় এমন আর কখনও হয়নি। শুধু হয়নি কেন, হবে না ভাই। আমি বাবা রত্নেশ্বরের দয়ায় তোমাকে পেয়েছি।

রত্নেশ্বর। হুঁ! আমিও যে তোমাকে পেয়েছি মাধবদা'! এমন পাওয়া ত আমিও আর কখন পাব না!

মাধব। যদি বাবাকে দেখে দেশে যাও, তাহ'লে দিন দশেকের দেরি।

রত্নেশ্বর। আমার যে দাদা, এক লহমা দেরি সইছে না।

মাধব। তাহলে দেখেই যাই চল ভাই।

রত্নেশ্বর। আচ্ছা মাধবদা, তুমি যাওনা কেন?

মাধব। আর তুমি ?

রত্নেশ্বর। আমি আগে চলে যাই।

মাধব। আগে গিয়ে কি করবে ?

রত্নেশ্বর। আমার সেই ভাঙ্গা অট্টালিকা আমি দেখব, যেখানে আমি জন্মেছি।

মাধব। তুমি পাগল !

রত্নেশ্বর। বেশ, তোমার অপেক্ষায় এইখানে কোথাও থাকি।

মাধব। সে পরামর্শ মন্দ নয়। তবে—

রত্নেশ্বর। আবার 'তবে' কেন মাধব দা ! এখানে কেউ কি দশটা দিনের জন্য আমাকে ঠাঁই দিতে পারবেনা !

মাধব। তা কেন ভাই, আমি যে তোমাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারবনা ! তোমাকে ফেলে সেখানে গেলে বাবাকে আমার দেখাই হবেনা যে ভাই !

রত্নেশ্বর। চল মাধবদা রত্নেশ্বর দেখবো।

মাধব। বেশ, এইখানে একটু তাহ'লে ব'স, আমি গাঁয়ে ঢুকে জলযোগের কিছু ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে আসি।—দেখো যেন ফস্ ক'রে কোথাও উঠে যেয়োনা। তুমি যে পাগল ! হাসলে চলবেনা, যাবেনা বল।

রত্নেশ্বর। আমি বললেই তোমার বিশ্বাস হবে ?

মাধব। নিশ্চয় তুমি যে রত্নেশ্বর !

রত্নেশ্বর। তুমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত মাধবদা আমি এস্থান ছেড়ে কোথাও যাবনা।

[মাধবের প্রস্থান।

বাড়ী নেই, ঘর নেই, আত্মীয় স্বজন থেকেও নেই, সম্পত্তি নেই—নাম? তাই বা কই? কে আমাকে ঠাকুর রঘুরামের ছেলে ব'লে স্বীকার করবে? কিন্তু রত্নেশ্বর, তুমি আছ, আর তোমার দেওয়া অমূল্যদান মাধব আছে। তা'হলে, নাম আছে, সম্পত্তি আছে, আত্মীয় স্বজন, বাড়ী ঘর—সব আছে।

পথিকগণের প্রবেশ

১ম, প। তাইতরে ভাই, কি অদৃষ্ট, এবারে রত্নেশ্বর দেখা হ'লনা!

২য়, প। আর, রত্নেশ্বর এখন মাথায় থাকুন। আগে গাঁয়ে ঢুকে প্রাণ বাঁচাই চল্।

রত্নেশ্বর। তোমরা কোথা থেকে আসছ ভাই?

১ম, প। তাইত, তুমি এখানে কে?

২য়, প। উঠে পড় উঠে পড়।

রত্নেশ্বর। কেন ভাই?

১ম, প। বলবার সময় নেই, উঠে পড়্ ভাই, উঠে পড়্। নইলে এখনি বাঘের মুখে যাবি।

২য়, প। মানুষ খেকো বাঘ—আমরা বাবার স্থানে যাচ্ছিলুম। যেতে পারলুম না।

১ম, প। উঠে পড়্—আরে গেল পাগল নাকি—ওঠ্ ভাই ওঠ্।

রত্নেশ্বর। বাঘ চিরকালই মানুষ খায়—ঘাস খেকো আবার কবে হয় সে?

২য়, প। পাগল, দেখছিস্ না!

১ম, প। তবে চল্ ও হতভাগার জন্যে আমরা মরি কেন?

[পথিকগণের প্রস্থান।

রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বর! জেগে থাকো! শুনছো বাঘ মানুষ-খেকো—কিন্তু তুমি কথা দিয়েছ।

(নেপথ্যে বন্দুক শব্দ)

রত্নেশ্বর। (উঠিয়া দাঁড়াইল) না হ'লনা—মাধবদা আমাকে বেঁধে রেখে গেছে।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। উঠে এস, উঠে এস।

রত্নেশ্বর। কেন মাধবদা?

মাধব। উঠে এস ভাই, আগে উঠে এস, বাঘ বেরিয়েছে।

রত্নেশ্বর। শুনেছি মাধবদা, শুনেছি। সেটা আবার মানুষ-খেকো বাঘ।

মাধব। শুনে, বসে আছ!

রত্নেশ্বর। একদল লোক, গাঁয়ের দিকে পালিয়ে গেল।

মাধব। দেখে বসে আছ! (রত্নেশ্বর হাসিল) তুমি কি—তুমি কি। আমার কাছে কথা দিয়ে আবদ্ধ হয়ে বসে আছ?—ওঠ ভাই, এইত আমি এসেছি; এইবারে ওঠ।

রত্নেশ্বর। উঠে কোথায় যাব মাধবদা?

মাধব। আপাততঃ গাঁয়ে আশ্রয় নিই। তারপর দেশেই যাই চল—রত্নেশ্বর দর্শনেত আর যাওয়া হ'লনা!

রত্নেশ্বর। কেন হ'লনা?

মাধব। এই কথা শুনে আরত তোমাকে নিয়ে যেতে সাহস করিনা।

রত্নেশ্বর। মাধবদা আমি রত্নেশ্বর দেখতে যাব।

মাধব। এইকথা শুনেও ? বেশ গাঁয়ের কারও কাছ থেকে একখানা হেতিয়ার জোগাড় করিগে চল।

রত্নেশ্বর। মাধবদা ! আমি এইখান থেকেই যাব।

মাধব। এইখান থেকে মানে কি ? এই শুধু হাতে ? আত্মরক্ষার জন্য একটা লাঠি পর্য্যন্ত না নিয়ে ?   (নেপথ্যে বন্দুক শব্দ)

রত্নেশ্বর। মাধবদা, মাধবদা ! ওই আবার বন্দুক—

[বেগে প্রস্থান।

মাধব। দাঁড়াও—দাঁড়াও ! এ পাগলকে নিয়েত জ্যালা মুস্কিলে পড়লুম ! শুধু হাতেই বাঘের মুখে যাবে নাকি ! দাঁড়াও—দাঁড়াও।

পঞ্চম দৃশ্য

বন-প্রান্ত

দুইদিক দিয়া রমণী ও সুরমার প্রবেশ

সুরমা। এই দেখ রমণীবাবু ; আপনি আসতে না আসতে আমি দু'টো পাখী শীকার ক'রে ফেলেছি।

রমণী। আবার আপনি ?

সুরমা। আসুক না সে শুভদিন, এতব্যস্ত কেন ?এখনও ত আমার ভয় যায়নি। যেহেতু আপনি সহুরে আর আমি জঙ্গলি। শেষকালে কোথাও কিছু নেই, কেবল আমাকে অসভ্য মনে ক'রেই চলে যাবেন। যাক্ আমি দু'টো শীকার করলুম, আপনাকে এইবারে একটা শীকার করতে হবে।

রমণী। আপনি অদ্ভুত—

সুরমা। এখনি অত সুখ্যাতি করবেন না—রমণী কথাটা এখন নয়! আপনি ও একটা পাখী আগে মারুন। তখন দুইয়ের সুখ্যাতি এককথায় হয়ে যাবে। আপনি ও যেমন আমাকে বলবেন অদ্ভুত রমণী, আমিও অমনি জবাব দিতে বলে উঠবো—অদ্ভুত রমণী! নিন্—ধরুন। আমি এতে টোটা ঠিক ক'রে দিয়েছি ধরুন—বা! ধর রমণীবাবু!

রমণী। সুরমা! আজ এই আমার বুকভরা আনন্দের মুহূর্ত্তে—

সুরমা। জীব হত্যা করবেন না?

রমণী। করা কি উচিত? ওই বসন্তের ইঙ্গিত চোখে-ধরা, কুঞ্জের আড়ালে-বসা আপন হারা পাখী—

সুরমা। ওসব কথা এখানে ভাল লাগছে না ভাল বাবু। ও ব'সে ব'সে শোনবার সময় আছে, জায়গা আছে। এখানে আমি বীরাঙ্গনা। এখানে আপনাকে দেখতে চাই বীর।

রমণী। ও সুরমা—সুরমা—সুরো! (হাত ধরিতে উদ্যত)

সুরমা। ওকি! হাত ধরতে আসছেন কেন? চারিদিকে আমার প্রজা। যদি আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ নাই হয়।

রমণী। হাত ধ'রে, চাইতেছিলুম ক্ষমা।

সুরমা। বুঝতে পেরেছি, আপনি বন্দুক ছুঁড়তে জানেন না।

রমণী। জানিনা বললে সত্যকে কিছু নির্লজ্জ ভাবে গোপন করা হয়।

সুরমা। স্রেৎ—গোপন করা, নির্লজ্জভাবে—ওসব কি? একবারে বল জান কিনা।

রমণী। যদি বলি জানি, তাহ'লেও সত্যের পাশ দিয়ে মিথ্যাটা এমন একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে চলে যায়—

সুরমা। (হাসিয়া) বেশ, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।

রমণী। আজ আমাকে ক্ষমা কর।

সুরমা। কতক্ষণ লাগবে—আপনি পণ্ডিত মানুষ, এখনি বন্দুক ছোঁড়া শিখতে পারবেন। (রমণীচরণ করজোড়ে অসম্মতি জানাইল) আমার কাছে শিখতে কি আপনার লজ্জা বোধ হচ্ছে ?

রমণী। (রমণীচরণ সসম্ভ্রমে জিভ্ কাটিল) তা যদি বলেন, তা হ'লে—

সুরমা। বলাবলি নেই রমণী বাবু, ও আর্শিও বুঝি না, ভালও বুঝি না, আর তোমার আইবুড়ো খেতাবও বুঝিনা, যতদিন পর্য্যন্ত আমার সুমুখে অন্ততঃ তুমি একটাও পাখী শীকার করতে না পারবে, ততদিন আমাদের বিয়ে হচ্ছে না।

রমণী। তাহ'লে (বন্দুক লইয়া) অয়ি, মধ্যযুগের সেই জগৎ-কাঁপানো ক্ষাত্র শক্তি—সেই পৃথ্বী, সেই বাপ্পা, সেই রাণাপ্রতাপ—আমার হৃদয়ে জেগে ওঠো।

সুরমা। আর জেগে উঠেছে—ছেড়ে দাও।

রমণী। সুরমা! অনুরোধ রাখবো না।

সুরমা। পাখী তোমার ক্ষাত্র-শক্তির জাগরণ দেখে পাখা ঝাড়ছে। ঘোড়া টিপ্‌লে নিজেই মারা যেতে বাবু!

রমণী। এরূপ বীরের মরায় বাধা দিয়ো না মিস্ রয়।

সুরমা। আমারও যে মরবার সম্ভাবনা হয়েছে মিষ্টার ভাল। ঘোড়া টিপঁলে গুলি কোন দিকে যে ছুটবে তাতো বুঝতে পারছিনা।

(নেপথ্যে।—'বাঘ বাঘ'। চতুর্দ্দিকে 'বাঘ বাঘ' শব্দ)

রমণী। অ্যাঁ! অ্যাঁ!—

সুরমা। ন'ড়না বাবু, ন'ড়না। নড়লেই ধরবে।

(নেপথ্যে। 'ভয় নেই—ন'ড়না—ন'ড়না। ওৎ মেরেছে'।)

এই মুখে চেয়ে দাঁড়াও—ভয় নেই—দাঁড়াও।

(বেগে রত্নেশ্বরের প্রবেশ ও সুরমার হস্ত হইতে অতর্কিত ভাবে বন্দুক লইয়া প্রস্থান। রমণীর ভূমিতে পতন)

মথুরমোহনের প্রবেশ

মথুর। ফেরো—ফেরো যুবক—ফেরো। মারা গেলে, মারা গেলে।

সুরমা। কে বাবা, উনি কে?

মথুর। তুমি জান না?

সুরমা। আমি যে এখনো তার মুখ দেখিনি বাবা!

মথুর। সুরমা! তোমাদের বিপদ কেটে গেছে। যাও, এই রমণীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে।

সুরমা। তুমি?

মথুর। আমি যে মথুরমোহন।

সুরমা। তুমি যে বৃদ্ধ বাবা।

মথুর। কিন্তু আমি বেঁচে আছি। ওই কে, কোথা থেকে উড়ে এসে তোমার জীবন রক্ষা ক'রে উড়ে গেল। একবার সে লোকটাকে দেখবার ক্ষমতাও কি আমার নেই। [প্রস্থান।

সুরমা। আমিও ত তোমার কন্যা। আমারও কি সে ক্ষমতা নেই।

[প্রস্থান।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। দাঁড়াও মা, দাঁড়াও—আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

(রমণীর পলায়ন)   [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বন।

[মৃত ব্যাঘ্রের উপরে দক্ষিণ পদ রাখিয়া, বাম হস্তে বন্দুক ধরিয়া দণ্ডায়মান রত্নেশ্বর। কলেবর রক্তাক্ত।]

মথুরমোহনের প্রবেশ

মথুর। কে তুমি বীরশ্রেষ্ঠ। পাখমারা বন্দুকে এই প্রকাণ্ড বাঘ শীকার করলে। যা অনেক ব্যাঘ্রশীকারী আমিও আজ পর্যন্ত করতে সাহস করিনি।—না-না। মল্ল যুদ্ধও যে করতে হয়েছে।

রত্নেশ্বর। একটু করতে হয়েছে বাবা।

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। বাবা, বাবা—দেখতে পেয়েছ তাকে?

(রত্নেশ্বরকে দেখিয়া বিস্মিতনেত্রে তার পানে চাহিয়া রহিল)

মাধবের প্রবেশ

রত্নেশ্বর। মাধবদা, মাধবদা। যারা রত্নেশ্বর দেখতে এসে, প্রাণভয়ে ফিরে গেছে, তাদের আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

মাধব। দেব ভাই, একটু তোমাকে দাঁড়িয়ে দেখি।

সুরমা। তাইত বাবা, এরকম বীরত্ব কখন দেখিনি।

মথুর। এখানে দাঁড়িয়ে দেখলেত চলবে না মা। ঘরে নিয়ে তোর জীবনদাতার জীবন রক্ষা কর।

সুরমা। আমাদের বাড়ীতে আসুন।

রত্নেশ্বর। কি করব মাধবদা?

মাধব। যাবে, আবার কি করবে!

রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের মন্দিরে যাবার কি হবে?

মাধব। পাগলামি রাখ, মা আবাহন করছেন, আগে ওঁদের বাড়ী চল।

সুরমা। একবার চল—থাকতে ভাল না লাগে, চলে আসবে।

রত্নেশ্বর। মাধবদা!

মাধব। আবার মাধবদা। একবার যদি না যাও, সত্যি বলছি, তোমার সুমুখে আমি পাথর মাথায় মেরে মরব।

সুরমা। আমরাও রত্নেশ্বরে যাবগো।

রত্নেশ্বর। চল।

মথুর। হাত ধর্—দেখছিস্ কি, পাগলের গা টলছে।

[সুরমা রত্নেশ্বরের হাত ধরিল, রত্নেশ্বর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলিন্দ

কৃত্তিবাস ও মথুর

কৃত্তি। মেয়ের দোষ কি রায়! সমস্ত দোষ, বুড়ো মিন্‌সে তোমার। ওই বীরত্ব, তার ওপর, তুমি যা রূপের কথা বলছ—

মথুর। তুমি ত এসেছ রাজা, নিজের চোখেই দেখনা—

কৃত্তি। তোমাকে আর অত বলতে হবে না, আমি বুঝতে পারছি—তোমার দেখাতেই আমার দেখা হয়েছে। তবে আর বলছি কি, যত কিছু দোষ—সব তোমার। ওই বীর্য্যশালী রূপবান যুবা, আইবুড়ো মেয়ে—যুবতী, চোখ ফুটেছে—সে যদি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়, তাতে আমি ত বালিকার কোন দোষ দিতে পারি না।

মথুর। আমি কর্ত্তব্য মনে ক'রে—

কৃত্তি। দূর তোমার কর্ত্তব্য—দু'দুটো দিন মেয়েকে একটা বংশ-পরিচয়-হীন ছেলের সেবায় নিযুক্ত রাখা হ'ল তোমার কর্ত্তব্য? দু'দিন দু'রাত তারা দু'জনে নির্জ্জনে। সেব্যসেবকের ভিতরে এর মধ্যে কত গোপন কথা হ'য়ে গেছে, তা কি তুমি জানো?

মথুর। তাইত! এখন বুঝতে পারছি, কাজটা আমার ছেলেমানুষি হয়ে গেছে। তোমার এ সম্বন্ধীকে কিন্তু ভাই—

কৃত্তি। তুমি কি পাগল হয়েছ ভাই। আমার ভগিনীকে ওই কাপুরুষ-টার হাতে তুলে দেবো? আমি রাজা শ্রীনিবাসের ছেলে নই? তুমি কি ক'রে আমার ভগিনীকে পেয়েছিলে? রাগ ক'রনা—তোমার কি দেখে বাবা তোমাকে কন্যা দিয়েছিলেন? না ছিল ঘর, না ছিল এক কাঠা জমি, না ছিল একদিনও চলবার অন্ন। ছিল বংশ, আর তার উপর ছিল তোমার বীরত্ব। আমি যদি বেঁকে বসতুম, তাহলে কি আমাদের বাড়ীতে তোমার বিয়ে হ'ত?

মথুর। যা খুসী তাই কর ভাই—তোমার ভগিনী মরবার পর থেকে আমার মাথায় আর কিছু নেই।

কৃত্তি। যা খুসী তাই করব কেন, যা কর্ত্তব্য তাই করব। তোমার মাথা খারাপ হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! দিদির কথা মনে হ'লে, আমারই বা কি মাথা ঠিক থাকে! যমজ ভাই বোন—হয়ত সে আধ ঘণ্টার বড়। কিন্তু ওই আধঘণ্টার গুরুত্ব নিয়ে, সে মায়ের মতন আমাকে শাসন ক'রে গেছে। সে আমাকে অনুরোধ না করলে আমি কি ছাই আবার বিয়ে করতুম। সেইত আমার এই দুর্দ্দশা করে গেছে। দিব্যি রাধারমণ, অতিথি, অভ্যাগতের সেবা নিয়েছিলুম। যে জন্য বিবাহ করা—সন্তান—তা তারও হ'লনা, আমারও হ'ল না।

মথুর। নাও ভাই, চল, বিশ্রাম নেবে। যখন আমার ভাগ্যক্রমে অনেক কাল পরে তোমাকে পেয়েছি, তখন আজ আর তোমাকে কিছুতে ছাড়ছি না। এখানে থেকে, বিশ্রাম নিয়ে, আমাকে রক্ষার একটা উপায় স্থির ক'রে, যেতে হয়, যাবে কাল বৈকালে।

কৃত্তি। থাকবার যে যো নেই রায়।

মথুর। পৃথিবী একদিকে, আর আমি একদিকে। যদি যাও, তাহ'লে সত্যই জানবো, সুমার আর কেউ নেই।

কৃপ্তি। আমি এসেছি কেন জানো ?

মথুর। তা কি আর বুঝতে পারিনি ভাই, আমি কি এতই বোকা! রাণী তার ওই গর্দ্দভ ভাইটার জন্য তোমাকেই আমার কাছে ওকালতি করতে পাঠিয়েছে।

কৃপ্তি। এত বড় গর্দ্দভ যে, তোমাদের ফিরে আসারও অপেক্ষা করতে পারলেন না। তোমাদের কি হ'ল এ জানতেও তার সাহস হ'ল না!

মথুর। বোঝ দেখি ভাই! তুইত লেখাপড়া শিখেছিস্। মূর্খ হ'লে না হয় কথা থাকতো।

কৃপ্তি। দূর্, দূর্—ওর লেখাপড়ার মুখে আগুন।

মথুর। বাড়ীতে ফিরে আবার উলটো ভাবনা। এসে যাকে জিজ্ঞাসা করি, রমণীবাবু কোথায়? কেউ বলতে পারেনা কোথায় সে। তখন, সত্যি বলছি, ভাবনা হ'ল রাজা, আর একদিক থেকে আর একটা বাঘ এসে তাকে তুলে নিয়ে গেলো নাকি!

কৃপ্তি। ছি ছি ছি—আমার পর্য্যন্ত মাথাটা হেঁট করিয়ে দিয়েছে!—যে লেখা পড়ায় মনের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে, সে লেখা-পড়া শেখাকে ধিক্।

মথুর। কেন, গিয়ে সেখানে কিছু কি সে বলেছে নাকি?

কৃপ্তি। আমি রাণীর ওকালতি করতে এত ব্যস্ত হয়ে আসিনি রায়, সে যা ওকালতি করবার ওই চিঠিতেই করেছি। সে সেখানে গিয়ে তার বোনকে বলেছে তুমি থাকড়, আর তোমার মেয়ে

সাঁওতাল্নী। সে এর পরে হাকিম হবে, যত জজ, মেজেষ্টার, ব্যারেষ্টারের মেয়েরা তার বাড়ীতে তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এসেই তাকে দেখবে একটা বুনো অসভ্য সাঁওতাল্নী! দেখেই স্যাকণ্ড করতে গিয়ে তারা হাত গুটিয়ে নেবে। আর সাহেব সমাজে মাষ্টার ভালের পশার একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে।

মথুর। তা সে মিছে বলেছে কি ভাই, তারা একে সভ্য, তাই পাশকরা সভ্য। তাদের তুলনায় আমরা ধাঙড় সাঁওতালই ত বটি।

কুন্তি। সে জন্য কি এসেছি রায়, সেত আমিও তার কাছে ধাঙড়! আমার জানবার বড়ই কৌতুহল হ'ল—পয়সা পেলে সত্যি সত্যি সাঁওতালিনী বিয়ে করতে যাদের কোনও আপত্তি হয় না, সেই সব ভাল পালার একজন দশ বারোহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির ওপর হঠাৎ এত চটে গেল কেন!

মথুর। যা যা ঘটেছে, সমস্তই ত তোমাকে খুলে বললুম রাজা!

কুন্তি। যাক্, আমিত ভুল ক'রেই ছিলুম, এখন তুমিও ঠিক ক'রেছ কি না বুঝতে পারছি না।

মথুর। তুমি যখন এসেছ; তুমিই বোঝ। যা কিছু করতুম, তোমাকে না জানিয়ে ত করতুম না।

কুন্তি। ঠাকুর রঘুরাম সিংহের ছেলে এ কথা তুমি কেমন ক'রে জানলে?

মথুর। বিশ্বাস করলুম।

কুন্তি। ওই ছোকরার কথায়?

মথুর। না। সে কোনও পরিচয় দেয়নি।

কৃত্তি। তবে?

মথুর। ওর যে সঙ্গী, সে বলেছে। প্রথমে বলতে চায়নি। আমি নিতান্ত জেদ ধরাতে বলেছে।

কৃত্তি। ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে।

মথুর। একবার! পাঁচ সাতবার। অভয় দিলুম, কথা প্রকাশ হবে না বললুম—পরিচয় দিলে না। জিজ্ঞাসা করলেই বলে, মাধবদাকে জিজ্ঞাসা কর। শেষে মাধবের কথা নিয়ে তাকে বললুম, তুমি অমুকের ছেলে। শুনে বললে, আমি জানিনা—মাধবদা জানে।

কৃত্তি। মহৎ বংশের ছেলে তাতে সন্দেহই নেই। কিন্তু কেমন ক'রে ওর বংশ-পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা করি বায়? পরিচয় ওর এখন অগাধ সমুদ্রের তলায় ডুবে গেছে।

মথুর। মহাত্মা শ্রীনিবাসের ছেলে রাজা কৃত্তিবাসও সেটা তুলতে পারবে না?

কৃত্তি। তুমি পাগল—কন্যাস্নেহে মুগ্ধ।

মথুর। কন্যাস্নেহে অন্ধ নই রাজা, যখন জানি শক্তিমান্ সদ্‌বিবেচক স্নেহশীল ওর মামা আছে। ওই ছোঁড়াটার মোহে আমি অন্ধ হয়েছি।

কৃত্তি। যাও, ফিরে যাবার আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তবু আজ আমি থাকবো।

মথুর। রক্ষা কর ভাই। এ বিষম বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার না ক'রে, হাজার তোমার প্রয়োজন থাক্, তুমি যেতে পাচ্ছ না।

কৃত্তি। তাহ'লে—বুড়ী কোথায় ?—এ সেই ছোকরার কাছেই রয়েছে নাকি ?

জগবন্ধুর চুলের মুঠী ধরিয়া সুরমার প্রবেশ

জগ। ওরে বাবারে গেছি—গেছি। ছাড়ো-ছাড়ো—

সুরমা। চল্ চল্—পাজী, আগে চল্।

মথুর। কি হয়েছে—কি হয়েছে ?

সুরমা। আগে বাবুর জন্যে তামাক নিয়ে যা।

জগ। রাজা হুজুর—রাজা হুজুর !

(সুরমা হাত ছাড়িয়া কৃত্তিবাসকে দেখিল। প্রণাম করিল)

সুরমা। (কৃত্তিবাসকে জড়াইয়া) কখন এলে মামা ?

কৃত্তি। ওকে ঠেঙাচ্ছিলি কেন বুড়ী ?

জগ। আজ্ঞে রাজা সাহেব, হুজুর আপনার জন্যে তাড়াতাড়ি পা ধোবার জল, তামাক আনতে বলে দিলেন, আমি তাই আনতে ছুটেছি, পথে দিদিমণি আমাকে বললে, বাবুকে তামাক দে ! আমি রাজা সাহেবের নাম ক'রে বললুম, তিনি এসেছেন, আগে তাঁর পা ধোবার জল দিয়ে এখনি আসছি।

কৃত্তি। বুঝেছি, পাজী বেটা, আমার পা ধোবার জল আগে, না বাবুর তামাক আগে ? যা, এখনি তাকে তামাক দিয়ে আয়।—

(জগবন্ধু প্রস্থানোদ্যত)

আর শোন্, খবরদার আমার পরিচয় যেন বাবুর কাছে তুলিস্‌নি। রায় ! তুমি এখন তোমার কাজ করগে।

[জগবন্ধুর প্রস্থান।

মথুর। তামাক টামাক আমি ঠিক করিয়ে রাখছি, তুমি এসো রাজা।

সুরমা। মামা, আমি তোমাকে তামাক সেজে খাওয়াব।

কৃত্তি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন রায়—তোমার চেয়ে আমার বিপদ কম নয়—যাওনা।

[মথুরের প্রস্থান।

সুরমা। বিপদ কি মামা ?

কৃত্তি। একটা বিপদে পড়া গেছেরে বুড়ী,—

সুরমা। তোমার বিপদ, বাবার বিপদ—

কৃত্তি। আমার বিপদ হ'লেই তোর বাবার, তোর বাবার বিপদ হ'লেই আমার।—যা একখানা আধময়লা কাপড় আমাকে এনে দে দেখি।

সুরমা। বুঝেছি।

কৃত্তি। কি বুঝেছিস্ ?

সুরমা। তা বিপদ কেন মামা, সেত চলে যাচ্ছে।

কৃত্তি। চলে যাচ্ছে !—কোথায় ?

সুরমা। আপাততঃ বোধ হয় রত্নেশ্বরের মন্দিরে। তারপর কোথায় যাবে, কেমন ক'রে বলব।

কৃত্তি। এখনি যাচ্ছে ?

সুরমা। এতক্ষণ চলে যেতো, শুধু মাধবদা'র অপেক্ষায় বসে আছে।

কৃত্তি। 'মাধবদা' কে ?

সুরমা। আমার নয়, তার মাধবদা।

কৃত্তি। তোরও মাধবদা। তা এত শিগ্‌গির চলে যাচ্ছে কেন ? তুই কি অযত্ন করেছিস্ ?

সুরমা। সেবা ত করেছি, তাতে যত্ন হয়েছে কি অযত্ন হয়েছে কেমন ক'রে বুঝব! তবে সে জন্য সে চলে যাচ্ছে না।

কৃত্তি। আবার কি এখানে আসবে?

সুরমা। তাই বা কেমন ক'রে বলব।

কৃত্তি। তুই কি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলি?

সুরমা। না। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি, সেও আমাকে বলেনি।

কৃত্তি। হুঁ! সে জন্য যাচ্ছে না বললি, কি জন্য যাচ্ছে? চুপ ক'রে রইলি কেন?

সুরমা। কি জন্য সে থাকবে? সে যাচ্ছিল রত্নেশ্বর দেখতে। মাঝে দু'দিন অক্ষম হয়ে পড়েছিল। আবার সুস্থ হয়েছে, চলে যাচ্ছে।

কৃত্তি। এ ক'দিন তোর সঙ্গে কোনও কথাবার্তা হয়েছিল?

সুরমা। দু'দিন ত জ্বরে সে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল, কথা হবে কি করে?

কৃত্তি। আজ? আজ ত সে সুস্থ হয়েছে।

সুরমা। কই, এমন বিশেষ কথাত কিছুই হয় নি।

কৃত্তি। আমাকে কি তুই গোপন করছিস্ বুড়ী?

সুরমা। কেন মামা?

কৃত্তি। তিন দিন দু'জনে মুখোমুখি বসে রইলি,—

সুরমা। মুখোমুখি বসে থাকব কেন মামা! আমার জীবন রক্ষা করতে এসে, তার জীবন না যায়, এই জন্য ভগবানকে ডেকে তার সেবা করেছি।

কৃত্তি। পরিচয়—তাও কি জানতে চাস্নি?

সুরমা। জানতে চাওয়া কি উচিত মামা?

কৃত্তি। যা আমাকে একখানা আটপৌরে কাপড় এনে দে।

সুরমা। কেন মামা ?

রুক্তি। কেন, তা তোকে কি বলব ! আমি কি তোর বাবার বাড়ীতে রাজাগিরি করতে এসেছি ?

সুরমা। বুঝেছি।

রুক্তি। কি বুঝেছিস্ ?

সুরমা। তুমি তার সঙ্গে দেখা করবে। সে জানবে না আমার মামা রাজা।

রুক্তি। দেখিস্ মা, আমার পরিচয় এখন যেন সে কোনও রকমে না জানতে পারে।

সুরমা। জানলে দোষ কি হবে মামা ?

রুক্তি। আমি আগে জানি, সে দেবতা কি মানুষ, কি ভূত। সে তার পরিচয় যখন জানালে না, আমারই বা পরিচয় সে জানবে কেন ?

সুরমা। মামী কেমন আছে মামা ?

রুক্তি। এতক্ষণ পরে বুঝি তোর মামীকে মনে পড়ল ?

সুরমা। আর রমণীমামা ? তা তিনি চলে গেলেন কেন, কাউকে আমাদের না ব'লে ?

রুক্তি। মামী আর তার ভাই হ'ল 'তিনি' আর আমি হলুম তুমি !

সুরমা। মামা, আমি তোমাকে তামাক সেজে খাওয়াবো।

রুক্তি। তা হ'লে আর দেরি করিস্‌নি, এখনি ত সে চলে যেতে চাচ্ছে, বললি। (সুরমার প্রস্থান) আর কাপড়ের কথা যেন ভুলিস নি। এ ত চমৎকার !

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

রত্নেশ্বর

রত্নেশ্বর। মনে হচ্ছে, দু' দু'টো দিন যেন আমার বয়স থেকে উড়ে গেছে। জেগে উঠে দেখি তুমি। তাইত, দু'টো দিনই কি তুমি অমনি ক'রে আমার পায়ের কাছটিতে বসে ছিলে? তাহ'লে, তাহ'লে? তুমি-তুমি-তুমি! দূর ছাই, এক ছিলুম তামাক খেতে না পেলে, (মাথায় হাত দিয়া) এটা আর ঠিক হচ্ছে না। এখন আর তুমি নয়, এখন তামাক, চাই তামাক।

রত্নেশ্বরের গীত

ত্বরা করে এসো জগবন্ধুহে আমি বসে আছি পথ চেয়ে।
পেটটা আমার ফুলে গেলো তামাক না খেয়ে॥
কল্‌কে ভরা বিষ্ণুপুরী. তার উপরে তাওয়া,
তার উপরে গুলের আগুন, তার উপরে হাওয়া—
এসো এসো জগবন্ধু কৃপাসিন্ধু গুড়গুড়টী নিয়ে।
আর, যদি পারো, আনাব সমস্ত সঙ্গে করে—ইয়ে॥

পশ্চাৎ হইতে সুরমার প্রবেশ

সুরমা। জগবন্ধু এলোনা, ইয়ে এসেছে। (রত্নেশ্বর মুখ ফিরাইল) নাও, তামাক খাও।

রত্নেশ্বর। তামাকেও তুমি !

সুরমা। কি করি, জগবন্ধু আসতে পারলে না। সে তোমার জন্য তামাক সেজে আনছিল, আসতে আসতে গোলমাল হয়ে গেল। বাবার এক আত্মীয় হঠাৎ আজ এসে পড়েছে—

রত্নেশ্বর। তুমি তামাকও সেজে আনলে।

সুরমা। তোমার জন্য কি সেজেছিলুম ! সেজেছিলুম তার জন্যে।— মামা!—আমি তাকে মামা বলি। আমার আসল মামা রাজা কৃত্তিবাস।

রত্নেশ্বর। বল বল, আমি বুঝতে পারছি।

সুরমা। রাজা কৃত্তিবাসকে জানো ?

রত্নেশ্বর। তাকে আর জানিনা ? আমার আগেকার মনিব তার প্রজা।

সুরমা। আমার সে মামাকে তুমি দেখেছ ?

রত্নেশ্বর। আমি তাকে কেমন ক'রে দেখবো—ই—

সুরমা। ইয়ে ! ইয়ে কি ? আমার নাম বলতে পারনা ?

রত্নেশ্বর। আর বলা, তুমি আজন্মই আমার কাছে ইয়ে হ'য়ে রইলে।

সুরমা। কেন ? আমার মামা রাজা শুনে ? কেন, আমিত আমার বাবার মেয়ে। বাবাও ত আমার কম লোক নয়—রাজা না হ'ক একটা জমীদার ত বটে। বাবা তোমাকে ভালবাসে।

রত্নেশ্বর। আমাকে তোমার বাবা ভালো বেসেছে !

সুরমা। বেসেছে কি ! সেত প্রথম দিনে যেমন দেখা—নইলে আমাকে তোমার হাত ধ'রে আনতে হুকুম করে ? বেসেছে কি, ভালোবাসে —আমার চেয়েও।

রত্নেশ্বর। তাইত ইয়ে।

সুরমা। ওগো ইয়ে, তামাক খাও।

রত্নেশ্বর। সুরমা!

সুরমা। আঃ! বাঁচলুম। একটা মেয়েলি পুরুষ আমার নামটাকে বার-বার মুখে উচ্চারণ ক'রে এমন উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছিল যে, নিজেকেই নিজের 'ইয়ে' বলতে ইচ্ছা হয়েছিল। যাক্, তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে এতক্ষণ পরে নামটা আবার শুদ্ধ হয়ে গেল।—

রত্নেশ্বর। তোমার বাবা আমাকে ভালোবাসে!

সুরমা। আমার চেয়েও—বুঝ্তে পারছনা, না চাচ্ছনা?

রত্নেশ্বর। বুঝতে ভরসা করছিনা সুরমা! শুনলুম, দু'টো দিন রাত তুমি পাশে বসে আমার সেবা করেছ।

সুরমা। দাসীর মত—বাবার হুকুমে। তুমি কি বুঝতে পারনি?

রত্নেশ্বর। আবছায়ার মত—যেন ছবি। বুঝতে পারলে কি, আমি তোমাকে সেবা করতে দিতুম সুরমা?

সুরমা। তামাক খাও। আর, দু'খানা গাড়ী ঠিক ক'রে রেখেছি। গাড়ীতে যেতে চাও, গাড়ী; পাল্কিতে যেতে চাও, পাল্কি; ঘোড়ায় যেতে চাও, ঘোড়া। যাতে যেতে তোমার পছন্দ।

রত্নেশ্বর। আমি হেঁটে যাব সুরমা!

সুরমা। বেশ, তোমার যা ইচ্ছে। এখন তামাক খাও। কিন্তু খেয়ে ভাল সেজেছি, কি মন্দ সেজেছি বলতে হবে। মন ভোলানো কথা বললে চলবেনা—(পিঠে হাত দিয়া) বুঝেছ? বলতে বলতে ভুলে গেছি। এ তামাক সেই মামার জন্ত সেজেছিলুম। মামা খেলে না। বল্লে, 'তুই কি তামাক সাজতে জানিস্'। ব'লে, তোমার জন্যে যে সাজা তামাক—জগা বেটা করেছিল—তাই নিয়ে

খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে। রাগে আমি তোমাকে খাওয়াতে নিয়ে এসেছি।—খাও—তামাক তামাক ক'রে হেদিয়ে ছিলে যে! সে জন্ম আমি জগা বেটাকে মারলুম, আনতে দেরি করেছিল ব'লে।—ওমা! করেছ কি! পিঠের পটি খুলে ফেলেছ—বুকেরও খুলে ফেলেছ!

রত্নেশ্বর। পিঠ যাক্, বুক যাক্—সব যাক্! তোমার বাবা আমাকে ভালোবাসে!

সুরমা। বাবাকে গিয়ে কি, বারণ ক'রে আসব!

রত্নেশ্বর। তোমার বাবা আমাকে অনুরোধ করেছে, অন্ততঃ আজকের দিনটেও থাকবার জন্ম।

সুরমা। তাতো আমিও শুনেছি।

রত্নেশ্বর। কিন্তু তুমি ত একবারের জন্মও থাকতে বললে না সুরমা!

সুরমা। কেমন ক'রে বলব! তুমি ত আমাদের বাড়ীতে আসতেই চাচ্ছিলে না! আমি জোর ক'রে এনেছিলুম। বলেছিলুম, ভাল না লাগে চলে আসবে।—তামাক খাও—আমার মেহনত্‌টা নষ্ট হবে? (রত্নেশ্বর নল ভূমে নিক্ষেপ করিল) অনুরোধ করব?

রত্নেশ্বর। না সুরমা, তুমি অনুরোধ ক'র না।

সুরমা। রাখতে পারবেনা, জেনেইত আমি অনুরোধ করিনি।

রত্নেশ্বর। কেন পারব না, বলতে পারকি সুরমা?

সুরমা। আমার বাবা ধনী, মামা অগাধ ধনের অধিকারী—আর তুমি নিতান্ত গরীব।

রত্নেশ্বর। উঁহু! সে জন্ম নয়।

সুরমা। তবে কি জন্ম?

রত্নেশ্বর। এখনো আমার কোন পরিচয় নেই।

সুরমা। ও মা! সেইজন্য তুমি চলে যাচ্ছ! তোমার পরিচয় তুমি। তা হ'লে তোমাকেত আমি ছেড়ে দেবো না। অন্ততঃ আজত কোন মতেই নয়। বল থাকবো, আমার অনুরোধ, বল থাকবো।

রত্নেশ্বর। থাকলুম সুরমা।

সুরমা। (নল কুড়াইয়া) এইবারে ত আমার সাজা তামাক খেতে আপত্তি নেই ?

রত্নেশ্বর। না।

সুরমা। রত্নেশ্বর ঠাকুর! তোমাকে দেখে আমি রত্নেশ্বর দেখার লোভ ত্যাগ করেছি, আর তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে! (রত্নেশ্বরের ধূমপান ও কাসি) কেমন—কেমন লাগছে ?

রত্নেশ্বর। (কাসিতে কাসিতে) চমৎকার!

সুরমা। তাই বল—বুনোমামার বরাতে এ কাসির অদৃষ্ট নেই।

রত্নেশ্বর। (কাসিতে কাসিতে) ও বাঁবা!

সুরমা। মাধবদা আসছে ;—

মাধবের প্রবেশ

কাসি কমাও বাবু,—কাসি কমাও।

মাধব। গাড়ী, পাল্‌কি, ঘোড়া—তিনই প্রস্তুত। কিসে যাবে ?

রত্নেশ্বর। বলছি (কাসি) বলছি মাধবদা!

সুরমা। বলছে মাধবদা! বাবুকে একটু কাসতে দাও। ও মা মাথাটা যে একেবারে ধাঙড়ের মত ক'রে রেখেছ! রাহীলোক দেখলে বলবে কি! (সত্বর একখানা চিরুণী লইয়া রত্নেশ্বরের চুল ধরিয়া আঁচড়াইতে লাগিল)

মাধব। পিপ্‌গির বল। যেতে হয় ত এখনি।

রত্নেশ্বর। বলছি—মাধবদা। (কাসি)

মাধব। সম্মুখে রাত্তির। ওই বনটিকে একটি বাঘের বাসা মনে ক'রনা। ও রকম বাঘ আরও আছে। ভালুক আছে।

রত্নেশ্বর। আজকে—(কাসি)

সুরমা। থাক্‌না বাঘ ভালুক—তার ভয়ে বাবু কি একটু কাসতেও পারবে না ?

রত্নেশ্বর। আজকে আর যাওয়া হ'লনা মাধবদা! (মাধব হাসিল) হাসলে যে মাধবদা, আমার ভিতর রত্নেশ্বর কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?

মাধব। না ভাই, তাহ'লে মাধবদা কাঁদতো।

সুরমা। নাও, আর একবার। আরত যেতে হ'ল না! (রত্নেশ্বর মাথা নাড়িল) আমার অনুরোধ। মাধবদা মুখে হাস্‌ছে, কিন্তু চোখে কাঁদ্‌ছে। আর একবার ভাল ক'রে খাও।

(রত্নেশ্বর তামাক টানিয়া বিষম কাসিল)

মথুরমোহনের প্রবেশ

মথুর। ব্যাপার কি—ব্যাপার কি! কি হ'ল বাবাজি ?

(রত্নেশ্বর কাসতে কাসিতে হাত নাড়িয়া 'কিছু নয়' জানাইল)

সুরমা। কিছু নয় বাবা, মতিহারি তামাক ভালো না চণ্ডালগড়ি ভাল তার পরীক্ষা হচ্ছে।

মথুর। তাই ভালো, তোর ওই মামাবাবু শুনে, কি বিপদ ঘটেছে মনে ক'রে আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিলে! বাবাজি, একবারটি আমার সঙ্গে আসবে ?

রত্নেশ্বর। চলুন।

[মথুর ও রত্নেশ্বরের প্রস্থান।

সুরমা। (ছুটিয়া মাধবকে ধরিল) মাধবদা, মাধবদা!—আমার পরিচয়?

মাধব। দেবো দিদিমণি? তুমি ঠাকুর রঘুরাম সিংহরায়ের পুত্রবধূ

সুরমা। মাধবদা! আমি আজ কাছে বসিয়ে তোমাকে পেটভ'রে সন্দেশ খাওয়াবো।

তৃতীয় দৃশ্য

বহির্ব্বাটী

কৃত্তিবাস

কৃত্তি। ছোক্‌রাত একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রে বেঁচে গেল। আমার সুমুখে যে একবারে বাঘের ঝাঁক। বাঘ বাঘিনী—ওর খুড়ো জানকীরাম, আমার স্ত্রী, সম্বন্ধী, সমাজ—এর একটাও ত কম নয়! একটু এগুবারু চেষ্টা করেছি কি, অমনি চারদিক থেকে তারা আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে ছুটে আসবে। তবে আমিও ত ছত্রী, বিপদ দেখে পেছিয়ে আসাতো আমারও কোষ্ঠিতে লেখেনি! কি খবর রায়?

মথুরের প্রবেশ

মুখ যে আরও মলিন ক'রে আসছ!

মথুর। তোমার কথা যত ভাবছি, ততই আমি ভীত হয়ে পড়ছি। সত্যিই যদি ছেলেটার পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা না হয়?

কৃত্তি। না হয়, ওই আমার গুণবান সম্বন্ধী আছে। তার কথা শুনে, মুখ আরও চুণ হয়ে গেল যে!

মথুর। ওকেই দিতে হবে?

কৃত্তি। কেন, দিতে দোষ কি রায়! বাঘ দেখে পালিয়েছে ব'লেই কি সে অপাত্র হয়ে গেল! এই বুনো দেশ ছেড়ে একটু বাইরে যাও, দেখবে সর্ব্বত্র ওই রকম পাত্রই এখন পোনেরো আনা। তারা কেরাণী হবে, উকীল হবে, হাকিম হবে। কিন্তু বাঘ দেখলেই পালাবে ভাই।

মথুর। তবে যে তখন তুমি বললে, তাকে দেব না।

কৃত্তি। সে রাগের মাথায় বলেছি রায়। (হাসিয়া) ভয় নেই ভাই— ভয় নেই—তাকে দেবো না। তবে একেও দিতে পারব না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কোন লাভ নেই রায়। আমি কিছুতেই দিতে পারব না। এ শুনেও যদি তুমি দিতে চাও, তাহ'লে শুনে রাখ, এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

মথুর। তোমার অমতে কাজ করব কেন! তুমি ত একটিও অন্যায় কথা বলছ না।

কৃত্তি। জমিদারি কাড়াকাড়ির কথা হ'ত, আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে পারতুম। এ হচ্ছে সমাজের কথা। ও ছোকরার খুড়ো

হচ্ছে এখন আমাদের সমাজপতি। তার সুমুখে তোমার আমার উভয়েরই মাথা হেঁট করতে হয়।—ভালকথা, ছোকরাকে যে আমার কাছে আনবে বললে?

মথুর। সে এলোনা।

কৃত্তি। কেন—আসতে তার কিসের আপত্তি হ'ল?

মথুর। বল্লে, 'মাধবদা না বললে আমি যাব না'।

কৃত্তি। আমার কি পরিচয় তাকে দিয়েছ?

মথুর। না রাজা।

কৃত্তি। তোমার মেয়ে?

মথুর। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, সে বললে—'না বাবা'।

কৃত্তি। এতে কিছু কি বুঝতে পারলে রায়? ও যে রঘুরামের ছেলে ব'লে পরিচয় দিচ্ছে, এ কথাতে এখন আমারও সন্দেহ হচ্ছে। ওর যে সঙ্গীটে এসেছে, আমার মনে হচ্ছে, এ সমস্ত সেই লোকটারই চাল। নিশ্চয় তার একটা দুষ্ট মতলব আছে। জানকী সিং এর সম্পত্তি দাবী করবার নিশ্চয় এ একটা ষড়যন্ত্র। পিছনে আরও লোক আছে।

মথুর। যাক্, ও আর ভাবতে পারি না, তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় কর রাজা।

কৃত্তি। (মথুর প্রস্থানোদ্যত) শোন, আমি বুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

মথুর। কবে?

কৃত্তি। আজই, আবার কবে। আর তুমি সঙ্গে যেতে ইচ্ছা কর, তুমিও সঙ্গে চল।

মথুর। আজ যে তুমি থাকবে বললে!

কৃত্তি। বুড়ীকে এখানে রাখতে আমার মন সরছে না।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। এই যে, বাবু! আমার বাবু কোথায় গেল?

মথুর। কেন, ঘরে নেই?

মাধব। কই দেখলুম নাতো!—আপনিই ত তাকে ডেকে নিয়ে এলেন।

মথুর। সেত অনেকক্ষণ। এর সঙ্গে দেখা করবার জন্য নিয়ে এসেছিলুম। দেখাত সে করতে চাইলে না—ফিরে গেল।

কৃত্তি। (জনান্তিকে) যাও রায়, মেয়েকেও তার সঙ্গে খুঁজে বার কর। আর মুখের দিকে চাচ্ছ কি—সর্ব্বনাশ ক'রে বসেছ। যাও এখনি তাকে খুঁজে আন। এনে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। আমি এখানে আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করব না।

মথুর। মাধব! আমার মেয়েও কি, তার সঙ্গে আছে?

কৃত্তি। কি তোমার বুদ্ধি রায়—মাধব তা কেমন ক'রে জানবে? যখন তার মনিবই কোথায় বলতে পারছে না।

মাধব। দিদিমণি ত ঘরে রয়েছেন বাবু!

কৃত্তি। সত্যি?

মাধব। তিনি এতক্ষণ আমাকে কাছে বসিয়ে সন্দেশ খাওয়াচ্ছিলেন।

কৃত্তি। (মথুর তাহার মুখের দিকে চাহিতে) আমার ভুল হয়েছে রায়।

মথুর। তার দণ্ড স্বরূপ আজ তোমাকে থাকতেই হবে।

[মথুরের প্রস্থান।

কৃত্তি। না, এ দেখছি বড় গোলমালেই ফেললে। ওহে বাপু, এদিকে এসত—তোমার নাম মাধব?

মাধব। আজ্ঞে হাঁ প্রভু!

কৃত্তি। মাধব—কি?

মাধব। কর্ম্মকার।

কৃত্তি। ওটি কে?

মাধব। আমার মনিব।

কৃত্তি। তাতো আগেই বুঝেছি। কার ছেলে?

মাধব। ঠাকুর রঘুরাম সিংহের নাম শুনেছেন?

কৃত্তি। তার কি ছেলে ছিল?

মাধব। ছিল বলছেন কেন হুজুর! দেখতেই পাবেন।

কৃত্তি। দেখতে পেলে আর জিজ্ঞাসা করতুম কি? আমার সঙ্গে দেখা করবার ভয়ে সে পালিয়েছে।

মাধব। কেন প্রভু?

কৃত্তি। দেখতে পেলে তাকেই বলব হে। তুমি একবার আমার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিতে পার?

মাধব। যে আজ্ঞে, দেব।

কৃত্তি। হাঁ দিয়ো, আমি এই বাগানেই রইলুম।

[প্রস্থান।

রত্নেশ্বরের প্রবেশ

রত্নেশ্বর। মাধবদা, মাধবদা—তোমাকে আমি খুঁজে খুঁজে হায়রাণ। তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

মাধব। হঠাৎ আমাকে খোঁজবার এত কি প্রয়োজন হয়েছিল?

রত্নেশ্বর। কি জন্য আজ আমি গেলুমনা, তোমাকে বলতে। তুমিত

আমার কথা শুনে হেসেছিলে, কিছু কি বুঝেছিলে ?

মাধব। তুমিই বুঝিয়ে বল।

রত্নেশ্বর। আমার ত পরিচয় তুমি ! তুমি আমাকে যা বলতে বল তাই বলি।

মাধব। একটু আস্তে বল ভাই !

রত্নেশ্বর। কেন মাধব দা !

মাধব। ও দিকে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, শুনতে পাবেন।

রত্নেশ্বর। থাকুক না—দুনিয়ায় একজনকে ছাড়া আমি আর কাউকেও ভয় করিনা। সে এই এটার ভিতরের রত্নেশ্বর। নিজে পরিচয় দিতে পারছিলুম না, কাজেই এখানে থাকতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল না।

মাধব। এখন ইচ্ছা হ'ল কি জন্য ভাই ?

রত্নেশ্বর। নিজের পরিচয় পেয়েছি এইবারে মাধবদা !

মাধব। কি রকম—কি রকম পরিচয় পেয়েছ ভাই ?

রত্নেশ্বর। সে পরিচয় জানত কেবল সুরমা—তুমিও জানতেনা।

মাধব। শিগ্‌গির বল ভাই, শোনবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি।

রত্নেশ্বর। জানত তুমি মাধব দা, আমাকে থাকতে অন্ততঃ আজকের দিনটার জন্যও এ বাড়ীর সকলে অনুরোধ করেছিল—মথুরবাবু, নায়েব, গোমস্তা—কাছারীর সব লোক—মেয়ে পুরুষ তুমি পর্য্যন্ত। অনুরোধ করেনি কেবল সুরমা।

মাধব। শেষকালে সে অনুরোধ করেছে ?

রত্নেশ্বর। না, না—কথা শেষ করতে দাও না মাধব দা !

মাধব। * আর বাধা দেবনা ভাই।

রত্নেশ্বর। তার ওপর আমার একটু অভিমান হয়েছিল দাদা! কেন সে আমাকে অনুরোধ করলেনা? জিজ্ঞাসা করতে বললে, 'তুমি অনুরোধ রাখতে পারবেনা জেনে করিনি।' আমি বললুম, কেন পারবনা ল দেখি। সে বললে, 'আমার বাবা জমীদার, মামা রাজা, আর তুমি গরীব।' আমি বললুম সে জন্য নয়, চলে যাচ্ছি লজ্জায়। আমারত পরিচয় নেই! শুনে, সে বললে কি জান মাধব দা? 'তুমি সেই জন্য চলে যাচ্ছ! সে কি তোমার পরিচয় যে তুমি!' ব'লেই আমাকে থাকতে অনুরোধ করলে। মাধব দা! আর পরিচয়ের কথা বলতে তোমাকে অনুরোধ করবনা। আমার পরিচয় আমি। সে এ ইটার ভিতরেই বাস করছে। এই সচল মন্দির যখন যেখানে থাকবে—হাটে মাঠে বনে অট্টালিকায়, জঙ্গলে—যেখানে থাকবে সেই আমার বাসস্থান। যেমন এই কথা মনে হ'ল আর আমি সুরমার অনুরোধ ঠেলতে পারলুম না।

মাধব। বেশ করেছ ভাই—আমিও তোমাকে বলছি, তোমার পরিচয় তুমি।

রত্নেশ্বর। কে আমার বাপ, কে আমার মা, কি আমার বংশ—সে কেবল তুমি জানো। আর কেউ কি জানে মাধব দা?

মাধব। যে দু' একজন জানে, তারা স্বীকার করবে না। যদিই বা কেউ ধর্ম্মভয়ে স্বীকার করতে যায়, সে তোমাকে চিনবে না। আদালতে তোমারই খুনের দায়ে আমি দ্বীপান্তরে গিয়েছিলুম!

রত্নেশ্বর। তবে? আমার পরিচয় আমি। আমার নাম? মাধব দা! কি আদরের ঝঙ্কারেই সুরমা আমার নাম ধ'রে ডেকেছিল—'রত্নেশ্বর ঠাকুর! তোমাকে দেখে আমি রত্নেশ্বর দেখবারলোভ ত্যাগ করেছি।'

মাধব। আমার রাজা! ওইখানে একটি বাবু তোমার অপেক্ষা করছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর।

রত্নেশ্বর। কেন মাধবদা?

মাধব। তুমি নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ।

রত্নেশ্বর। এ কথা কেন সে বলেছে বুঝতে পেরেছ?

মাধব। আমার মনে হচ্ছে তিনি তোমার মুখ থেকে তোমার পরিচয় শুনতে চান।

রত্নেশ্বর। তুমি আমার হয়ে তাকে পরিচয় দিয়ে এস। দেখা করার প্রয়োজন বুঝি, করা যাবে মাধব দা! যদি জেদ ধরে, তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'ল।

মাধব। বেশ রাজা।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান পথ

জগবন্ধুর প্রবেশ

জগ। কেমন কেমন লাগছে—কিন্তু বেশ লাগছে—কিন্তু লাগতে দেবে কি আমাদের অদেষ্ট?

কৃত্তিবাসের প্রবেশ

কৃত্তি। ছোকরাটি কোথায় গেছে জানিস্ জগবন্ধু?

জগ। তিনি যে ঘরে রয়েছেন হুজুর!

কৃত্তি। মিথ্যাবাদী, আমি যে দেখে এলুম ঘরে কেউ নেই।

জগ। আমি এই যে তাকে তামাক দিয়ে এলুম হুজুর !

মাধবের প্রবেশ

কৃত্তি। কি হে কর্ম্মকার আবার যে তুমি ?

মাধব। আমি যে আপনাকে তাঁর পরিচয় দিয়েছিলুম বাবু, সে পরিচয় তাঁর মনোমত হয় নি। তাই তিনি আমাকে আবার আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন ।

কৃত্তি। আর একটা অদ্ভুত পরিচয় দিতে ?

মাধব। তিনি আপনাকে বলতে বলে দিলেন, তাঁর পরিচয় তিনি।

কৃত্তি। তুমি চোর, আর সে বাটপাড়। তার সৌভাগ্য, রাজা কৃত্তিবাসের ভাগ্নীর সে জীবন রক্ষা করেছে, নইলে তোমাদের দু'জনকেই আমি পুলিশে দিতুম।

মাধব। আমি তাঁর চাকর, এ কথা তাঁকে বললেই ত ভাল হয় বাবু !

কৃত্তি। সে যে পালিয়ে পালিয়েই বেড়াচ্ছে, দেখা করতে ভরসা করছে কই ?

মাধব। চোরই হ'ন, আর বাটপাড়ই হ'ন—আমার বাবু, আমার মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে দেখা করতে ভরসা হচ্ছে না—আপনার।

কৃত্তি। জগা ! যা, তুই ঘরের দোর আগলে দাঁড়াগে যা। এবার যেন সে পালাতে না পারে।

জগা। সে বাঘমারা বাবুকে আগলানো, এ গোলামের কর্ম্ম নয় হুজুর।

কৃত্তি। ভাল, তা না পারিস্, বাঘের পিছনে যেমন ফেউ লাগে-তেমনি

লেগে থাক্। যেখানে সে পালিয়ে যাবে, চেঁচাবি।

জগা। সে কাজ করতে খুব পারব হুজুর।

[জগবন্ধুর প্রস্থান।

কৃত্তি। তুমিই বা আর দাঁড়িয়ে কেন ?

মাধব। চোর ব'লেই দাঁড়িয়ে আছি বাবু! নইলে থাকবার আমার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না।

কৃত্তি। মাধব! ভাই, আমার ওই বোকা ভাগ্নীটিকে তোমার ওই স্বনামধন্য প্রভুর হাতে সমর্পণের কোনও একটা উপায় স্থির করতে পার ?

মাধব। আপনি ? রাজা—(প্রণাম)

কৃত্তি। আর রাজা নই মাধব, শুধু কৃত্তিবাস। রাজা আবার হ'তে পারি, যদি তোমার ওই মনিবটিকে কোনও উপায়ে বশে আনতে পারি। নইলে ওইত এখন রাজা।

মাধব। হুজুর! আপনার এই কথাতেই যে প্রভুর সব পাওনা হয়ে গেল!

কৃত্তি। কিন্তু উপায় কি—আমিত সমাজকে অগ্রাহ্য করতে পারব না!

মাধব। তা করলে, রাজা কৃত্তিবাসের নামের গৌরব রইল কোথায়!

কৃত্তি। ঠাকুর জানকীরাম ত তোমার প্রভুকে ভাইপো বলে স্বীকার করবে না!

মাধব। তা কি তিনি জীবন থাকতে করতে পারেন হুজুর!

কৃত্তি। তবে ? অজ্ঞাতকুলশীল কোথা থেকে উড়ে এসে রাজা কৃত্তিবাসের ভাগ্নীকে ত বিবাহ করতে পারে না।

মাধব। তা কি পারে! কোন্ আহাম্মোকে একথা বলবে হুজুর!

তবে সে ভাবনা আমার মণিবই ত ঘুচিয়ে দিয়েছেন। আপনারও, আমারও। বড় চিন্তান্বিত হয়ে আমি তাঁকে তাঁর পৈত্রিক স্থানে নিয়ে যাচ্ছিলুম। ঠাকুর রঘুরামের পুত্র আমার মনিব, একমাত্র আমি চীৎকার ক'রে বলতে পারি। আর ত কেউ বলবে না রাজা! বড়ই ভাবনায় প্রভুকে আমার বীরনগরে নিয়ে যাচ্ছিলুম। প্রভুই আমার আজ সে চিন্তা দূর ক'রে দিয়েছেন। তাঁর পরিচয় তিনি।

কৃত্তি। তা ঠিক বলেছ মাধব! মহাত্মা রঘুরামের ছেলে ব'লে একটা গাড়োলকে ত আর তাঁর আসনে বসিয়ে সুখ পেতে না!

মাধব। কিছুতেই না হুজুর!

কৃত্তি। তাহ'লে তার জন্মকথা নিয়ে পাঁচজনে পাঁচ রকম রহস্য করত।

মাধব। এত আর কেউ রহস্য করতে পারবে না রাজা! ঠাকুর রত্নেশ্বরের পরিচয়, ঠাকুর রত্নেশ্বর! যখন সে পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা হবে, তখন স্বর্গ থেকে পিতৃলোক, তার সঙ্গে সম্পর্ক ঘোষণা করতে ছুটে আসবে।

কৃত্তি। তাহ'লে শোন, বুড়ীকে নিয়ে এখনি আমি রাইনগর চলে যাচ্ছি।

মাধব। সে আপনার ইচ্ছা, এ ভৃত্য কি বলবে হুজুর!

কৃত্তি। পরিচয়টা তোমার প্রভুর, সেইখানেই প্রতিষ্ঠা হ'লে ভাল হয় না?

মাধব। বেশ ত, আপনার যখন ইচ্ছা, তখন তাই হ'ক। কিন্তু এ পরিচয় আমার মনিবকে কে দিয়েছে জানেন?

কুন্তি। আমার ভাগ্নীই তাকে বলেছে ?

মাধব। নিজের পরিচয় দিতে পারছিল না, ব'লে, তিনিই আমার প্রভুকে বলেছেন, 'তোমার পরিচয় তুমি।'

কুন্তি। ছোকরাকে দেখবার বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল মাধব! সেটা এখন আর হ'য়ে উঠলো না। দেখা যদি সে করতে পারে, করতে ব'ল তাকে রাইনগরে।

মাধব। তাহ'লে যে দু'চার দিন দেরী হবে হুজুর, দেখা হ'ক না কেন রত্নেশ্বরের মন্দিরে!

কুন্তি। তোমার প্রভু কি রত্নেশ্বরে যাবে ?

মাধব। আমি যাব, আমাকে যেতেই হবে। মনিবও যাবে। যাব যখন সে বলেছে, তাকে যেতেই হবে।

কুন্তি। বেশ, মাধব রত্নেশ্বরের মন্দিরে।　　[মাধবের প্রস্থান।

বালকের প্রবেশ

গীত

পথের কথা ব'লে দেবে কে আমাকে!
আমি যাবরে, যাবরে সে দেশে—
　　যেথা সে থাকে।
বসে আছ তুমি কোন্ বনে, কার ধ্যানে,
　　একমনে গাইছ ওকি গান!
করুণা নিদান, শুনে আকুল হ'ল প্রাণ।
যা'ব কোন্ পথে, যাব কোন্ পথে যাব কার সাথে—
পথের মালিক কোথায় পাব আমি তোমাকে॥

কুন্তি। তোমাকে দোষ দিচ্ছিলুম মথুরবাবু, এখন দেখছি—মোহ আমাকে ঘেরতে আসছে।

বালিকা। ওই একজন বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে. জিজ্ঞেস কর্ না।

বালক। হাঁ বাবু, বাবার থান্ যাব কোন পথে ?

কুন্তি। কেন, তোদের সঙ্গী নেই ?

বালক। নেই বাবু।

কুন্তি। নেই বাবু কি ?

বালিকা। গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সব আগে চলে গেছে—

বালক। আমরা দু'জনে পেছিয়ে পড়েছি।

বালিকা। ব'লে দাওনা বাবু, পথটা।

কুন্তি। দাঁড়া—তোদের কি মা বাপ নেই ?

বালক। থাকলে, আমাদের কি সঙ্গে নিয়ে যেতোনা !

কুন্তি। তা বুঝেছি, কিন্তু বনে ঢুকতে না ঢুকতে বাঘের পেটে যাবি, এ কথাও কি কেউ তোদের বলে নি ?

বালক। বলেছে বাবু !

কুন্তি। তবু যাচ্ছিস্ ?

বালিকা। কেন বাবু, ভয় কি! ঠাকুর রত্নেশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন।

বালক। শুনলুম তিনি এক মেয়ের ধর্ম্মরক্ষা করেছেন—

বালিকা। আর একটি মেয়েকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন।

বালক। এক চড়ে মানুষ-খেকো বাঘ মেরেছেন।

বালিকা। তার চোখ রাঙানিতে বাঘ ভালুক সব বন ছেড়ে পালিয়েছে।

কুন্তি। কে তোদের এ কথা বললে ?

বালক। সকলেই বলছে বাবু। এবারে বাবাকে দেখতে সব গাঁ খালি হয়ে গেছে।

বালিকা। পথটা বলে দাওনা বাবু!

কৃত্তি। তবে আর বাবু তোদের পথ ব'লে দেব কেন? রত্নেশ্বর যদি তোদের রক্ষার ভার নেয়, পথও তোদের দেখিয়ে দেবে সে।

বালক ও বালিকা। দ্বৈত গীত

ঠিক ঠিক ঠিক।
তুমি পরম কারুণিক।
তুমি পথের কথা বলে দিলে হে—
ভাগ্যে তুমি দিলে ব'লে, কি যে হ'ত তা' না হ'লে
পথের মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে হ'ত দিক্‌বিদিক্।
তুমি পথের কথা বলে দিলে হে—
তুমি গুরু, তুমিই বাবা, বাবারও অধিক।

[বালক ও বালিকার প্রস্থান।

কৃত্তি। রত্নেশ্বর ঠাকুর! এইত তোমার পরিচয় তুমি।—চল ঠাকুরাণী!

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। মামা! বাবা আমায় বললে, 'তুই সব কাজ ফেলে এখনই মামার সঙ্গে দেখা কর।' কেন মামা?

কৃত্তি। তোমাকে যেতে হবে।

সুরমা। কোথায় মামা?

কৃত্তি। বুঝতে পারছনা?

সুরমা। রাইনগরে ?

কৃত্তি। এখনি, আমার সঙ্গে।

সুরমা। একবার বিদায় নিতেও দেবেনা ?

কৃত্তি। তাকি আর পারি মা! এখন তুমি যদি মর, তোমার মরামুখ পর্য্যন্ত, তাকে দেখতে দিতে পারি না। দেখতে তার যদি সাহস ও সামর্থ্য থাকে, দেখবে সে তোমাকে রাইনগরে।

সুরমা। চল। (কিয়দ্দুর যাইয়া) হাঁ মামা, কোথাকার কে কোথা থেকে কি ক'রে এসে রাজা কৃত্তিবাসকে চোর বলে চলে যাবে ?

কৃত্তি। (হাসিয়া) তা—দেখা ক'রে আয়।

[সুরমার প্রস্থান।

নিতাইএর প্রবেশ

নিতাই। হুজুর পালকী প্রস্তুত।

কৃত্তি। বেশ এর মধ্যে তুমি এক কাজ কর। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একটু আগে এই পথ দিয়ে চলে গেছে। যাচ্ছে তারা রত্নেশ্বরে। সঙ্গে কেউ নেই। পরিচয় কিছু দিতে হবে না। একান্ত জানতে চায়, বলবে, রত্নেশ্বর ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছে।

———

পঞ্চম দৃশ্য

সুরমার কক্ষ

রত্নেশ্বর

(হারমোনিয়মের বাক্স বাজাইয়া)

গীত

এবার আমায় যেতে হবে রত্নেশ্বরের মন্দিরে
আন্ ডেকে আন্ ভূত ভূতিনী প্রেত
প্রেতিনী বন্দিরে
থাক্‌লে কিছুক্ষণ, ওই ঠাকুরের মতন—
অচল হ'য়ে হেথায় আমায় থাক্‌তে
হ'বে বন্দিরে।

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। (সুরে) এটা যেন লাগছে মনে আমায় ত্যাগের ফন্দীরে।

সুরমা। ও মা, ব'সে ব'সে তুমি আমার সুরের বাক্সটি ভাঙ্‌তে লেগে গেছ!

রত্নেশ্বর। ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ—সুরের বাক্স!

সুরমা। তা বুঝি জাননা, ও হরি! এর নাম হারমোনিয়ম। বাক্সের ভিতরে সুর।—(বাক্স খুলিয়া, বাক্সের ভিতরেই সুরমা সুর দিল)

রত্নেশ্বর। (সুরমার হাত চাপিয়া) চাপা দাও, চাপা দাও।—ও

বাক্সের সুর বাক্সেই পোরা থাক্—আমি পথের পথিক—আমার সুর খেলা করছে পথে; নাচছে মাঠে, জলে, জঙ্গলে। সুরমা! একটা কথা তোমাকে বলব?

সুরমা। কি বলবে?

রত্নেশ্বর। এখানে এসে অবধি একবারের জন্যও আমি তোমাকে মলিন দেখিনি।

সুরমা। এখন দেখছ?

রত্নেশ্বর। আমার মনে হচ্ছে একটু আগে তুমি চোখের জল মুছেছ। তার পর যেন জোর ক'রে মুখে হাসি মেখে, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ।

সুরমা। এ রকম কথা, তুমিও ত আগে কওনি!

রত্নেশ্বর। আমার কি দেখতে ভুল হয়েছে সুরমা?

সুরমা। আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রত্নেশ্বর। ও! তুমি আমার আগেই রত্নেশ্বরে যাচ্ছ? তা যাওনা, আমিওত সেখানে যাব! দেখাত হবে আবার সেখানে।

সুরমা। আমি রত্নেশ্বরে যাব না।

রত্নেশ্বর। কোথায় যাবে?

সুরমা। রাইনগরে, মামার বাড়ী।

রত্নেশ্বর। বা! সেই জন্য তুমি কাঁদছ? এ ত আহ্লাদের কথা সুরমা! আমার বাবার বাড়ীর তবু চিহ্নও আছে, শুনেছি। মামার বাড়ীর একটা উইঢিবি পর্য্যন্ত নেই। তা থাকলেও, বোধ হয়, আমার আহ্লাদের সীমা থাকতো না।

সুরমা। সে জন্য নয়! আর বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

রত্নেশ্বর। হুঁ! তা, তাতেই বা দুঃখ কেন সুরমা! আমিত সকাল-বেলাতেই চলে যাচ্ছিলুম। চলে কোথায় যে যাচ্ছিলুম, তাতো আমিও জানতুম না সুরমা! তোমার বাবার ভালবাসা, তোমার ভক্তি, আদর, যত্ন—এইটুকু শুধু মনে পূরে সঙ্গে নিয়ে যেতুম। আর যে কখনো তোমার দেখা পাব, এ প্রত্যাশা ত রাখিনি সুরমা!

জগবন্ধুর প্রবেশ

জগ। ও দিদিমণি, দেরি করছ কেন?

সুরমা। যাচ্ছি, দাঁড়া।

জগ। আবার দাঁড়া কেন? সবাই তোমার অপেক্ষা করছে।

সুরমা। দেখ্ পাজী, মার খেয়ে মরবি বলছি।

রত্নেশ্বর। আর দেরি করবারই বা দরকার কি, সবাই অপেক্ষা করছে তোমার—যাওনা সুরমা!

জগ। কি বলব, তুমি যাবে না?

সুরমা। বলগে যা, আমি বেরিয়েছি।

রত্নেশ্বর। আর একটা কি দু'টো কথা, জগবন্ধু!

জগ। কয়ে নাও—কয়েই চলে এস। আবার যেন ডাকতে না আসতে হয়। [জগবন্ধুর প্রস্থান।

সুরমা। কিন্তু আমি যে একটা মুস্কিলে পড়েছি।

রত্নেশ্বর। তোমার আবার কি মুস্কিল?

সুরমা। মাধবদা আমার একটা পরিচয় আমাকে দিয়েছে।

রত্নেশ্বর। কি সুরমা?

সুরমা। সে আমাকে বলেছে, আমি ঠাকুর রঘুরামের পুত্রবধূ।

রত্নেশ্বর। হঠাৎ একথা সে কেন বল্‌লে? ব'লে ত সে আমাকে অপদস্থই করেছে।

সুরমা। তার কোনও অপরাধ নেই, আমি পরিচয় জানবার জন্য তাকে জেদ্ করেছিলুম।

রত্নেশ্বর। সুরমা! পথের ভিখারী রঘুরামের পুত্র এতেও তার গর্ব্ব আছে, কিন্তু তার পুত্রবধূ—

সুরমা। আর কেউ তাকে নেবে মনে করেছ! ও রাম! যমও একে আর ছুঁতে পারবে না। তবে আর বুঝি তোমাকে আমি দেখতে পাব না।

রত্নেশ্বর। যাও, তারা তোমার অপেক্ষা করছে। (পরিক্রমণ) এ কি সুরমা, যাওনি!

সুরমা। পায়ের ধূলো নেবো মনে করছি, কিন্তু নিতে ভরসা করছি না। তুমি ত আমার পরিচয় স্বীকার করলে না!

রত্নেশ্বর। তুমি রঘুরাম ঠাকুরের পুত্রবধূ। কিন্তু আমিত এখনও তাঁর পুত্র ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্য হইনি সুরমা!

সুরমা। সে তুমি কখন হবে ঠিক কর, এখন আমাকে পায়ের ধূলো দাও। দেখ, আমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেয়ো না, তাহ'লে বাবার দুঃখের সীমা থাকবে না। তিনি লজ্জায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।

রত্নেশ্বর। আমি থাকব সুরমা।

সুরমা। আমার সই তোমাকে দেখতে এসেছে। তাকে পাঠিয়ে দি'। গল্প গুজব ক'র।

রত্নেশ্বর। না, সুরমা, কারো এখানে এখন আসতে হবে না। আমি একা থাকবো।

সুরমা। ওমা, তা কি হয়, তুমি মন মরা হয়ে বসে থাকবে! অনুমতি কর, আমি আসি? ওকি গো চুপ, একেবারে চুপ।

ইন্দুর প্রবেশ

(ইন্দুর গীত)

সুর বন্ধ হ'ল সিন্দুকে,
আমার সখা গান জানেনা বলবে যত নিন্দুকে।
এমন ক রে দাঁড়িয়ে থাকা চলবেনা,
কথা কি বলবে না হে, বলবে না হে, বলবে না।
তবে হাটে আমি ভাঙবো হাঁড়ি,
সই, যখন যাবে শ্বশুর বাড়ী,
শুনিয়ে দেব হারি, পারি, সরি, নরি, বিন্দুকে।

(সুরমার হাত রত্নেশ্বরের হাতে দিল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৃত্তিবাসের অন্দরমহল

লীলাবতী

(পত্র পাঠ করিতে করিতে পরিক্রমণ)

লীলা। সব বুঝলুম, কিন্তু এটাত বুঝলুম না! 'আমি এই ফাল্গুনের আটাশ তারিখেই বুড়ীর বিবাহ দেওয়া স্থির করেছি।' এটাও বুঝতে পারলুম। কিন্তু, 'বিবাহের যা কিছু উৎসব, হবে রত্নেশ্বরের মন্দিরে'—এটার মানেত বুঝতে পারলুম না!—মোহিনী!

মোহিনীর প্রবেশ

এ পত্র কে নিয়ে এলরে?

মোহিনী। নিতাই সরকার।

লীলা। তাকে আমার কাছে একবার ডেকে নিয়ে আয় দেখি।

মোহিনী। কেন রাণীমা, চিঠিতে কি কিছু—

লীলা। না না, সে সব কিছু নয়, তুই শিগ্‌গির তাকে ডেকে নিয়ে আয়।—

মোহিনী। দিদিমণির বিয়ের কথা আছে, না?

লীলা। সে, এর পর এসে শুনবি, এখন নিতাইকে ডেকে দে।

মোহিনী। তাইত ভাবছিলুম, রাজা সাহেব, কোথাও কিছু নেই,

কাউকে না ব'লে, রাণীমাকে পর্য্যন্ত না জানিয়ে হঠাৎ প্রতাপপুর চলে গেলেন কেন ?

লীলা। পথে কোথাও দেরি করিস্ নি। তাকে ডেকে দিয়ে, তোর মামা সাহেবকেও একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'লে আয়।

মোহিনী। কিন্তু রাণীমা, এবারে আমি ছাড়বোনা। এবারে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত—যেখানে যা ধরে—খাঁটি গিনি সোণার অলঙ্কার।

লীলা। হবে হবে—যা।

মোহিনী। একদিকে দিদিমণি, একদিকে মামা। আমি আর কোন আপত্তি শুনবো না।

লীলা। বেশত, সে শুভদিন আসুকই আগে।

মোহিনী। আসবে কি—এসেছে! আমি আগে থাকতেই বাবা রত্নেশ্বরের পূজো মেনে ব'সে আছি।—তার ওপর একখানি মির্জ্জাপুরী গরদ—তাতে কালাপাড়—বুঁটি দেওয়া—

লীলা। আ মর্, গাল না খেলে বুঝি নড়বিনি—যা।

মোহিনী। এইযে যাচ্ছি, আহ্লাদে পাদু'খানা কি আর মাটি মাড়িয়ে চলতে চাইছে গো, এই এমনি ক'রে ছুটছে।

[প্রস্থান।

লীলা। আর কাউকে এখন কোনও কথা বলিসনি।—কেমন একটা সংশয় ঠেকছে কেন ? সুরার বিয়ের কথাই রয়েছে লেখা—বয়ুয়ত এতে নাম গন্ধ নেই—অথচ কার সঙ্গে যে বিয়ে সে কথার উল্লেখ নেই!—(পত্র পাঠ) 'আমি দেওয়ানকে লিখে দিলুম উজ্জুগ আয়োজন করতে। সময় বড় সংক্ষেপ, তোমাকেও প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। কেননা বুড়ীর তুমি এখন শুধু মামী নও, মামী

বলতেও তুমি, মা বলতেও তুমি। মথুর বাবুর থাকা না থাকা এখন দুইই সমান। সমস্ত ভার আমাদের উপর। আর, আমাদের মানে তোমার উপর। আমি বুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ঠাকুর জামাই যাবনা যাবনা করছে, আমি নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছি।'... আমি মামী নই মা—সব ভার আমার ওপর! কথা সরল ভাবে নিতে গেলেও কেমন যেন একটা হেঁয়ালির মতন ঠেকছে। পুনশ্চ আবার কি লিখেছে? আষ্টে পিষ্টে—দেব অক্ষর। (পত্র পাঠ) 'আটাসে ভিন্ন আর দিন নেই—সুমুকে—কি? চ—ই—ও হরি! চইত্তির মাহা। বুড়ীও বয়স্থা—আর পয়ে আকার তয়ে ওয়ে দন্ত্যসয়ে ভয়ে রেফ—পাত্তর্স্ত না করলে ভদ্দরস্ত নেই।' রমু যে মাঝে মাঝে দুঃখ করে, 'টাকার লোভে বাবা আমার একটা নিরেট মুখ্খুর হাতে দিদিকে ধরে দিয়েছে; তাতে তার কোনও দোষ নেই। মাতৃভাষা তাও কি শুদ্ধ ক'রে লিখতে জানেনা গা! যাক্ আরত তাকে মুখখু বলা চলেনা। ওই মুখ্খুকেই জেলার উকীল মোক্তার গুলো মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান করেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট করছে, ডিসট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর, জেলার প্রায় সকল সমিতিতেই পণ্ডিতেরা ওই মূর্খকেই করে সভাপতি।

নিতাইএর প্রবেশ

হাঁ নিতাই, প্রতাপপুর থেকে এ পত্র কি তুমি এনেছ?

নিতাই। আজ্ঞে হাঁ রাণীমা!

লীলা। পত্রের তারিখত দেখছি কাল।

নিতাই। কালই আমি নিয়ে আসছিলুম। আসবার সময় রাজা সাহেব

আমাকে এক কাজ দিয়ে ছিলেন। একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে বাব রত্নেশ্বর দেখতে যাচ্ছিল। সুমুখে সেই বড় বন, সঙ্গে তাদের কেউ ছিল না। রাজাসাহেব আমাকে হুকুম করলেন, তাদের বাবার স্থান পর্যন্ত রেখে আসতে। তাই রাণীমা, একদিন দেরি হয়ে গেল।

লীলা। বুড়ী আর তার বাপের ওপর রমু এত চটে গেল কেন?

নিতাই। (করজোড়ে) রাণীমা! আমি তা বলতে পারব না।

লীলা। নিশ্চয় তারা আমার ভাইয়ের সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহার করেছে।

নিতাই। মামা সাহেব কি কিছু বলেন নি?

লীলা। বললে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব কেন নিতাই! হাজার হ'ক সে ত পণ্ডিত, সে কি নিজের অপমানের কথা বলতে পারে!

নিতাই। রাজা সাহেব যে বলতে নিষেধ করেছেন মা!

লীলা। আমাকেও?

নিতাই। বলেছেন, রাইনগরে গিয়ে যদি শুনি, এ কথা তুমি কারও কাছে প্রকাশ ক'রেছ, তখনি তোমাকে বরখাস্ত করব।

লীলা। তা হ'লে বুঝতে পাচ্ছি, ঠাকুর জামাই কিম্বা সুরা, কিম্বা দু' জনেই তার বিশেষ কোন অপমান করেছে।

নিতাই। বাউরি সাওতালকেও কখন যিনি একটা কড়া কথা বলতে পারেন না, সেই পিসেবাবু আপনার ভাইয়ের অপমান করতে পারেন?

লীলা। তবে কি সুরা?

নিতাই। মামা সাহেব আসছেন। আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন

রাণীমা। রাজা সাহেব কাল যাত্রা ক'রেও কেন যে এলেন না, বুঝতে পারছি না। আজকে যে আসবেন, তাতে সন্দেহই নেই। মা! আমি চাকর!

লীলা। যাও। [নিতাইয়ের প্রস্থান।

রমণীচরণের প্রবেশ

হাঁ রমু, সেদিনকার কথাটা আমাকেও বলতে কি তোর আপত্তি আছে?

রমণী। ও কিছু বলে গেল নাকি?

লীলা। বললে তোকে জিজ্ঞাসা করব কেন রমু।

রমণী। তাইত দিদি, এখনও পর্য্যন্ত তুমি সেই কথা মনে রেখেছ! আমিত সেইদিনই সে সব কথা ভুলে গেছি।

লীলা। ও কিছু বললে না ব'লেইত জানবার আমার এত আগ্রহ হচ্ছে। নিশ্চয় তারা তোর বিশেষ কিছু অপমান ক'রেছে। বল্‌না—তুই ভুলতে পারিস্, আমিত ভুলতে পারি না। তোকে নিমন্ত্রণ ক'রে বাড়ী নিয়ে গিয়ে অপমান—সে অপমান ত আমাকেই করেছে তারা, রমু!

রমণী। তুমি ত আগে এতটা sentimental ছিলে না দিদি!

লীলা। তুইত ক'রে তুলেছিস্ আমাকে sentimental!

রমণী। আমি? তাহ'লে দিদি, don't take offence, modern বাংলায় আমাকে জোর ক'রে বলতে হ'ল, একটা বিরাট বিশ্বকর্ম্মের মত অবোধ-অকস্মাৎ তোমার মাথাটাকে গুলিয়ে দিয়েছে।

লীলা। দেখ্, ওরকম ক'রে কথা বলা আমি যথেষ্ট শিখেছিলুম। এ

নির্জলা খাঁটি বাংলায় ও সব জলো ছুধের কোনও মূল্যই নেই। ওর দাম কেবল ওই সহরে, ওই মনুমেণ্টের চারধারে—যেটা না বাংলা, না বিলেত; না পূর্ব্ব, না পশ্চিম, না আর্য্য, না অনার্য্য। দেশের পোনেরো আনা তিন পাই লোক আজও তাদের চিনতে পারলে না। চেনবার সময় বুঝি চ'লে গেল রমু! তোদের দেখে দেখে হতাশ হয়ে, তারা তাদের বিরাট শরীরটের দিকে চোখ ফেরাতে আরম্ভ করেছে। যে দিন সে শরীরটে তারা ঠিক দেখে ফেলবে রমু,—

রমণী। তাইত দিদি, তাইত দিদি, আমি ভেবেছিলুম Visuvius এর মত, সাগর-জমানো একটা বিরাট ঠাণ্ডার চাপ তোমার প্রাণের সমস্ত activity টাকে নিবিয়ে দিয়েছে—সেটা যখন আবার দু'হাজার বৎসর পরে মিলান্ নগর ধ্বংস করা কম্পন নিয়ে, সফেন উল্লাসে ফুটে উঠলো, তখন যেমন সারা বিশ্বটা বিপুল আশ্চর্য্যে শিউরে উঠেছিল, তোমরাও এই দপ্ করে জ্ব'লে ওঠা eflux টাও আমাকে তেমনি আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছে।

লীলা। তুই আমার ভাগ্নীকে সাঁওতাল্নী বলেছিস্ কেন?

রমণী। দেখ দিদি, মনে করেছিলুম,—

লীলা। ও সব মনে করাকরি রেখেদে, তোকে বলতেই হবে, কেন তুই আমার নন্দাইকে ধাঙড়, আর তার মেয়েকে সাঁওতাল্নী বলেছিস্।

রমণী। তুমি যে রকম তীব্রভাবে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা কইছ, তাতে আমার ভিতরের সত্যটা সঙ্কোচের নিরন্ধ্র চাপ আর সহ্য করতে পারছে না। আমাকে তাহ'লে বাধ্য হয়ে বলতেই হ'ল তুমিও

ত হয়ে গেছ সাঁওতাল্‌নী। এই মূর্খের দেশে প'ড়ে, এমন মূর্খ যে, একটা লোকেও একটা ইংরিজির অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না! তাদের সঙ্গে কথা কইতে হ'লে, মনে মনে word গুলোকে বাংলায় আগে translate ক'রে তারপর প্রকাশ করতে হয়!

লীলা। (হাসি মুখে) যা যা বুঝেছি।

রমণী। বুঝেছি বললেই দিদি, আমি তোমার ওই শেষ হাসি মাখা অসত্যের অকরুণ প্রতিবাদ না ক'রে থাকতে পারব না।

লীলা। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) হয়েছে, প্রতিবাদ মেনে নিচ্ছি, এখন যাও।

রমণী। এত সহজে মেনে নেওয়াটাতে তুমি আমাকে কতটা যে ছোট ক'রে দিলে—

লীলা। আরে যানা ভাই, আর জ্বালাস্‌নি—তোর ঘরে বসে থাকগে যা—আমার সেই মূর্খটি বোধ হয়, সেই ধাঙড় ও সাঁওতাল্‌নীকে নিয়ে আসছে।

রমণী। তাইত দিদি, মনেত ছিল না! কলকাতা থেকে আমার এক খানা চিঠি আসবার কথা আছে—

লীলা। চিঠিই আসুক, আর telegramই আসুক, ঘর ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি। আমি যখন আছি, তখন তোর কোনো ভয় নেই, যা। বুঝতে পারছি, তুইই একটা কোন গোলমাল ক'রে এসেছিস্।

রমণী। Eltu Brute! দিদি! তুমিও [প্রস্থান।

লীলা। আর সে গোলমালটা কোন্‌দিক দিয়ে করেছ, সেটাও একটা অনুমানে বুঝতে পারছি রমু! তাদের মহত্ব আর মর্য্যাদা বোধ সে কথা প্রকাশ করতে দেয়নি।

পরিচারিকাগণের প্রবেশ

১ম, প। ওগো রাণীমা দিদিমণির নাকি বিয়া হইছেন গো!

লীলা। হাঁরে, হবার কথা হচ্ছে। তোরা সব উঠোন-টুটোন বেশ ক'রে সাফ করে রাখ্। [প্রস্থান।

পরিচারিকাগণ। গীত

ঘরে জামাই রাখ্‌বি যদি বারমাস,
গিরিপুরে কর্‌গো রাণী গাঁজার চাষ।
ঘরজামাই থাক্‌বে ভোলা নেশার আবেশে,
থাক্‌বে ঘরে প্রাণের উমা আর যাবে না কৈলাসে।
নেশার আবেশে—
তোর উমারি পাশে,
দিগম্বর থাক্‌বে মা ব সে।
আর কর্‌বে না সে—কর্‌বে না সে।
কর্‌বে না সে শ্মশান বাস॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

[নেপথ্যে লোক কোলাহল—'জয়, ঠাকুরাণীর জয়'।]

দুর্লভ ও বসন্তের প্রবেশ

দুর্লভ। ব্যাপারটা কি একেবারেই বুঝতে পারছিনা যে দাদা!

বসন্ত। বুঝতে পারছ না ভায়া!

দুর্লভ। এই যে বললুম দাদা, একেবারেই না। ঠাকুর রত্নেশ্বরের

কথাইত সারা পথটা শুনে আসছি, আবার মাঝখান থেকে 'জয় ঠাকুরাণী' বলে উঠলো কেন ?

বল্লভ। রত্নেশ্বর ঠাকুরটি কে তাই কি বুঝতে পেরেছ ?

দুর্লভ। রত্নেশ্বর—বাবা রত্নেশ্বর—আবার কে ? বাবা এক চড়ে বাঘ মেরেছেন, একবারে বব-বম্ আর গালবাদ্য ক'রে মথুরাপুরের জঙ্গল থেকে বাঘ ভালুকের দলকে দল তাড়িয়ে দিয়েছেন—বাবা রত্নেশ্বর এ বছর প্রকট হয়েছেন। ঘাড় নাড়ছ যে দাদা, একি শিব-ঠাকুর রত্নেশ্বর ন'ন। মাথা নাড়তে লাগলে কেন, বুঝিয়ে বল।

বল্লভ। সেই সঙ্গে শুনলে না, তারা বলছে, পাষণ্ডদের হাত থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার ক'রে, তার ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন।

দুর্লভ। তাও ত শুনলুম বটে।

বল্লভ। তাতেও বুঝতে পারলে না !

দুর্লভ। আমাদের রতন ?

বল্লভ। আর রতন বলা কেন ভাই, বল রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বর তার ভিতর সত্য সত্যই জেগেছে। নইলে, এ রকম অসম্ভব ঘটতে ত বড় দেখা যায় না ভায়া ! রাত্রিকালে ঘুমুলো সে জটাই সিংএর চাকর, রামী কামারনীর নাতি রত্না, জেগে উঠেই হ'ল সে বাবু রতন, আর একটু পরেই হ'ল সে ঠাকুর রত্নেশ্বর।

দুর্লভ। বল কি, বল কি দাদা, আমাদের রত্নেশ্বর ? সেই এক চড়ে বাঘ মেরেছে ?

বল্লভ। ওদিক দিয়ে তাকে দেখোনা ভায়া। সে যা করবার করেছে, মানুষে যা বলবার বলছে। সেই সেদিনের সকালে যা দেখেছিলে, সেই দিক দিয়ে দেখ। গাঁ শুদ্ধ লোক মারবার জন্ত ছুটলো, সে

একা, সহায় নেই—মনিবের দিন রাত গাল-খাওয়া চাকর—'আহা' ক'রে এমন একটা আপনার জন বুঝি সারা জগৎটার ভিতর নেই, সে এলো, আমাদের কাছে তার বিপদের কথা শুনলে, শুনে ভ্রূক্ষেপও ক'রলে না—এইবারে বুঝতে পেরেছ তারা ?

দুর্লভ। তাইত, চোকটা যে ফুটিয়ে দিলে দাদা ! তুমি আমি তাকে রক্ষার জন্য কি ব্যাকুলই না হয়েছিলুম !

বল্লভ। সে গ্রাহ্যই করলে না। এলো,—বস্‌লো—

দুর্লভ। জোর ক'রে তামাক খেলে।

বল্লভ। তারা সব মারবার জন্য অন্ধ হয়ে ছুটলো। যখন ফিরলে, তখন সকলে হাত জোড় করলে।

দুর্লভ। আবার কি দাদা, সেইত আমাদের রত্নেশ্বর।

বল্লভ। চোক বুজে গাঁ ছেড়ে চলে গেল। আমরা সব সঙ্গে, আর সে আমাদের দেখলে না। কেন, সেটাও কি বুঝতে পেরেছ দুলু ভাই।

দুর্লভ। এখনো বুঝতে পারব না ! দিদিমার স্নেহের লীলাস্থান আর না দেখবার জন্য সে চোখ বোজেনি। ভেতরে দেবতা জেগেছিল, পাছে তাকে হারিয়ে ফেলে এই জন্যই সে চোখ খুলতে সাহস করেনি।

বল্লভ। এই দুর্লভ ! সত্য সত্যই দেবতা তার ভিতরে জেগেছেন।

[নেপথ্যে কোলাহল]

দুর্লভ। ও দাদা, ঠাকুরাণী এদিকেই আসছে না ?

(নেপথ্যে পাল্কী বাহকের ও জয় ঠাকুরাণীর শব্দ। শব্দ দূর হইতে নিকটে আসিল)

কই এদিকে ত এলোনা।

জগবন্ধুর প্রবেশ

জগ। জয় জয়।—আয় বেটারা হেঁকে আয়।

নিতাইএর প্রবেশ

নিতাই। না—না। হাঁরে জগা!

জগ। কি নায়েব ম'শাই!

নিতাই। ও লোক গুলো 'জয় ঠাকুরাণী' ব'লে চেঁচাচ্ছে কেন?

জগ। কি জানি তা। বেটারা বুঝি ক্ষেপেছে। আবার বলছে, 'জয় ঠাকুর রত্নেশ্বর'।

নিতাই। তুই তাতে হাত তালি দিচ্ছিস্ কেন?

জগ। তাইত কেন দিচ্ছি! নায়েব মশাই, এ অসৎসঙ্গের ফল—হাত দু'টোও ত বেটাদের দেখাদেখি ক্ষেপেছে।

(নেপথ্যে পাল্কী বাহকদের শব্দ)

নিতাই। (নেপথ্যাভিমুখে) ওই দিকে—ওই দিকে—এ পথে আসতে হবেনা। অন্দরের বাঁগানের ফটক দিয়ে বরাবর রাণীর মহলে চলে যা। যা জগা সঙ্গে—রাজা আর পিসে মশাই এখনো পার হ'তে পারেন নি। আমি চললুম।

জগ। যাও যাও। (বাহকদের শব্দ নিকট হইতে দূরে মিলাইল)

নিতাই। যাও ব'লে দাঁড়িয়ে রইলি যে। পাল্কীর সঙ্গে যা।

জগ। আমি কোন্ কালে চলে গিয়েছি মনে কর না নায়েব মশাই!

[নিতাইএর প্রস্থান।

হ্যাঁ; পাল্কীর সঙ্গে ছোটা আমার আর কাজ নেই! একটু বসা যাক্—ব'সে ব্যাপারটা কোথা থেকে কি হ'ল ভাবা যাক্।

দুর্লভ। ও বাবু জগবন্ধু!

জগ। কি বাবু?

দুর্লভ। পাল্কীতে গেলেন, উনি কে?

জগ। রাজকুমারী।

বল্লভ। উনিই কি ঠাকুরাণী? (নেপথ্যে—জগা!)

জগ। আরে বাপ্, কি উৎপাত্। এ নায়েবের শাসনে যে প্রাণ যায়রে বাবা! [ইঙ্গিতে স্বীকার করিতে করিতে প্রস্থান।

এবারের কথাটাও কি বুঝতে পারলে ভায়া।

দুর্লভ। ঠাকুর-ঠাকুরাণী, এ যে ব্যাকরণেই বুঝিয়ে দিচ্ছে দাদা! কিন্তু বুঝতে গেলেই যে বড় গোলমাল বেধে যাচ্ছে।

বল্লভ। আর গোলমাল! গাঁ থেকে বেরুতে না বেরুতে রতন ঠাকুর হয়ে গেছে—রাজা কৃত্তিবাসের জামাই।

দুর্লভ। সেটা কি ক'রে হবে ভাই, রাজা কৃত্তিবাসের শুনেছি ছেলে পুলে কিছু হয়নি!

বল্লভ। তাইকি? তাতো আমি জানতুম না দুর্লভ!

নেপথ্যে। জগবন্ধু, জগবন্ধু—রাজা পার হ'য়ে এলে ব'ল, আমি এপারে এসেছি।

দুর্লভ। ও দাদা, ওই আমাদের রতন নয়?

রত্নেশ্বরের প্রবেশ

বল্লভ। রতন!

রত্নেশ্বর। বা—বা! কেও? বুলু খুড়ো, দুলু খুড়ো—দু'জনেই!

বল্লভ। কোথা থেকে এলি বাবা?

দুর্লভ। নদীপার হয়ে এলি শুনলুম।

রত্নে। যা বাবা, কাল ছিলুম যাদবপুর আজ এলুম রাইনগর। আবার কাল সঙ্কল্প করেছি যাব রত্নেশ্বর—যদি না যেতে পারি, এ দুনিয়ায় চলাফেরা খুড়ো বোধ হয়, আমার বন্ধ হয়ে যাবে।

দুর্লভ। তুই কি সাঁতারে পার হয়ে এলি ?

জগবন্ধুর প্রবেশ

জগ। তুমি—তুমি আমাকে ডাকলে ! একি, সাঁতারে নদী পার হয়ে এলে ?

রত্নে। এই দেখ জগবন্ধু ! এপারে যাতে কোনও মতে না আসতে পারি, তাই তোমাদের রাজা নৌকা চলা বন্ধ করিয়ে দিয়েছে। কি করি ভাই জগবন্ধু, যখন পার হবা'র নৌকো পেলুম না, তখন রত্নেশ্বরের নাম করে জলে ঝপাঙ্—আর এই। (সাঁতার দেওয়ার ইঙ্গিত) এই দেখ জগবন্ধু, আমি এসেছি। তোমার রাজাকে ব'ল, আমি এই পথের মাঝেই তার ভাগ্নীর সঙ্গে দেখা করতে পারতুম। করলুম না, রাজার মর্য্যাদা নষ্ট হবে ব'লে।

জগ। ঠাকুর ! তুমি সব পারো, তুমি সব পারো। প্রভু, চললুম। পাল্কী অনেক দূর চলে গেছে। ঠাকুর, তুমি সব পারো।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

রত্নে। অবাক্ হয়ে কি শুনছ খুড়ো তোমরা ?

বসন্ত। বুঝতে পেরেও যে পারছিনা বাবা !

দুর্লভ। অবাক হওয়া ভিন্নত আর গতি নেই রতন। পাল্কীতে যিনি গেলেন, তিনি তোমার—

রত্নে। আমার কে এখনও যে বলতে পারছিনা খুড়ো। সে বলে, ঠাকুর রঘুরাম সিংহ রায়ের পুত্রবধূ। কিন্তু ঠাকুর রঘুরাম আমার কে একমাত্র মাধব দা জানে। আমিত জানি না।

দুর্লভ। আমরা জানি, আমরা জানি—আমরা সাক্ষী দেবো।

রত্নে। না খুড়ো, তোমরাও ত জান না।

বল্লভ। রতনের প্রতি মমতায়, মুখ্‌খুমি করনা দুলু। আমরা কি জানি? আমরাও ত বাবাজীর পরিচয় ওই মাধবেরই মুখে শুনেছি।

রত্নে। কোথায় যাচ্ছ খুড়ো?

বল্লভ। রত্নেশ্বর দেখতে।

দুর্লভ। কিন্তু প্রাণের কথা বলি রতন, তোমাকে দেখে আর আমাদের কোথাও যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

রত্নে। যাও খুড়ো, আবার যদি দেখা হয়, দেখা হবে সেই রত্নেশ্বরে।

দুর্লভ। সেই ভালো—সেই ভালো—এখানে থাকলে, বুঝতে পারছি তোমার বাধা হব। সেই ভালো। চল দাদা।

বল্লভ। রতন! আশীর্ব্বাদ করি, সস্ত্রীক তোমাকে যেন রত্নেশ্বরের মন্দিরে দেখতে পাই।

দুর্লভ। সস্ত্রীক—সস্ত্রীক—আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ—একসঙ্গে ঠাকুর ঠাকুরাণী। [উভয়ের প্রস্থান।

রত্নে। উঃ! বড় ক্লান্ত—বড় ক্লান্ত—আমি তোমার সঙ্গে পথেই দেখা করতে পারতুম, কিন্তু দেখলুম না। এখন বড় ক্লান্ত—তার ওপর রাজা এখনো আসতে পারেনি। তার ওপর এই ভিজে কাপড়—আর এই হিহিহিহি—কাঁপুনি।

মাধবের প্রবেশ

এই যে মাধবদা, তুমিও এলে!

মাধব। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী আর জীবন থাকতে জন্মভূমিতে ফিরে আসব এ বিশ্বাস ত ছিল না। তিন তিনবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলুম। দড়ী ছিঁড়ে গিয়ে মরতে পাইনি। তুমি সাঁতরে পার হয়ে এলে আর আমি পারি না?

রত্নে। তুমি কিন্তু দাদা, ঠিক দাঁড়িয়ে আছ, আমি কিন্তু হিহিহিহি।

মাধব। হিহিহিহি করলে চলবে না। ঠাকুরাণীর সঙ্গে যদি দেখা করতে হয়, তাহ'লে এখনি দেখা করতে হবে। আজ দেখা হ'লত হ'ল, নইলে বিলম্ব করলে আর যে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে, এটা আমার মন বলছে না যে ভাই!

রত্নে। শিবরাত্তিরের আর ক'দিন বাকি মাধবদা?

মাধব। ও হরি! ক'দিন কি, কালকের দিনটি কেবল বাকি।

রত্নে। ও! অনেক সময় বাকি—মাধবদা! একটু বিশ্রাম নিতে দাও—বড় ক্লান্ত! মাধবদা! মাধবদা!

মাধব। তাইত ভাই।

ইন্দুর প্রবেশ

ইন্দু। ওকি গো, কাঁপ্‌ছ যে! শীতে, না রাগে, না অনুরাগে? যদি শীতে হয়, তাহ'লে এই শাদা কাপড়; আর এই শাদা আলোয়ান গায়ে দাও। যদি রাগে হয়, তাহ'লে এই ঠাণ্ডা কুর্ত্তিটে গায়ে দিয়ে গায়ের ঝাল গায়ে মারো। আর যদি হয় অনুরাগে, এই—মন

-বসন্তের পরিহাসের উপর রাগ দেখাতে এর যোগ্য আবরণ আর নেই।

রত্নে। এ কাপড় কোথায় পেলে গা ?

ইন্দু। তোমাকে দিয়ে সুখী হ'তে এসেছি, পা'বার কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন গা ?

মাধব। মা তোমাকে আগ্রহ ক'রে দিতে এসেছে, নাও, বাজে প্রশ্ন ক'রে শীতে মিছামিছি কষ্ট পাও কেন ভাই !

রত্ন। এ বস্ত্র কি তুমি দিচ্ছ ?

ইন্দু। যদি বলি, আমি ?

রত্নে। ও তিনটে উপহারই নেবো সই। একটা পরব, একটায় দেহের আবরণ করব, একটা মাথায় বাঁধবো।

ইন্দু। যদি বলি, আমার সই ?

রত্নে। সে দিতে পারে না।

ইন্দু। কেন পারে না ?

রত্নে। কি মাধবদা পারে ?

মাধব। ভাই ! ভাই ! আমি কামার—লোহার মত নিরেট বুদ্ধি আমার—আমি বুঝতে পারছি না।

রত্নে। যদি সে পারে, তাহ'লে তোমার সে সইকে ব'ল, যে মহাপুরুষের সন্তান ব'লে এখনও আমি আমার পরিচয় দিতে সাহস করিনি, তাঁর পুত্রবধূ ব'লে আর কখনও যেন সে কারও কাছে পরিচয় না দেয়।

কৃত্তিবাসের প্রবেশ

কৃত্তি। যদি রাজা দেয় ?

রত্নে। আপনি কে ?

কৃত্তি। আমার পরিচয় পরে দিচ্ছি। আগে বল, কি করবে যদি রাজা দেয় ?

রত্নে। আগে বলুন, রাজা আমাকে এ বস্ত্র ভিক্ষা দিচ্ছেন, না উপহার ?

কৃত্তি। উপহার। তোমার অসামান্য পুরুষকার দেখে রাজা মুগ্ধ হয়েছেন।

রত্নে। ভিক্ষা ব'লে দেন, এই সামান্য কাপড় খানা মাত্র নিতে পারি—উপহার নিতে পারি না।

কৃত্তি। কেন ?

রত্নে। সে বড় অপ্রিয় কথা হবে। রাজা নিজে প্রশ্ন করলে একমাত্র তাঁকে বলতে পারি।

মাধব। আমি অনুরোধ করছি ভাই, বল। ওঁকে বললেই রাজাকে বলা হবে।

রত্নে। রাজাকে অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে এই উপহার আমার সুমুখে উপস্থিত করতে হবে।

কৃত্তি। ইন্দু! ওই পট্ট বস্ত্রখানা আমাকে দেত। (বস্ত্র লইয়া বদ্ধাঞ্জলি রত্নেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল)

রত্নে। (হাঁটু গাড়িয়া) আপনিই রাজা ?

কৃত্তি। নাও, ঠাকুর রত্নেশ্বর! এই উপহার নিয়ে এই অধমকে কৃতার্থ কর।

রত্নে। রাজা, রাজা! আমার পরিচয় ?

কৃত্তি। তোমার পরিচয় তুমি। গ্রহণ কর।

রত্নে। (মস্তকে উপহার ধরিয়া) এইবারে—চল মাধবদা!

কৃত্তি। কোথায় ?

রত্নে। রত্নেশ্বরের মন্দিরে, রাজা!

কৃত্তি। আমার বাড়ীর দোরে এসে আতিথ্য না নিয়ে চলে যাবে? ইন্দু! বেটাকে ধ'রে নিয়ে আয়। মাধব! আমার বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ। [কৃত্তিবাসের প্রস্থান।

ইন্দু। (হাত ধরিয়া) কি সখা, সাহস ক'রে টানবো?

মাধব। আর—সখাকে জিজ্ঞাসা কেন মা, আমি বলছি নিয়ে চল।

রত্নে। মাধবদা, রাজা কৃত্তিবাস এত মহৎ! আমি যে তার ওপর বড়ই রাগ করেছিলুম। শীতে হিহি ক'রে কাঁপছিলুম, আর রাজার ওপর কেমন ক'রে প্রতিশোধ নেবো ভাবছিলুম। একবার দেখা দিয়েই রাজা যে সর্ব্ব রকমে আমাকে হারিয়ে দিলে! আবার আমি কেমন ক'রে তার কাছে যাব?

মাধব। লজ্জা কিসের ভাই! তুমি ঝুটো কি খাঁটি, রাজা পরীক্ষা ক'রে নিলেন।

রত্নে। এখন বুঝতে পারলুম মাধবদা, সবার হৃদয়েই ঠাকুর রত্নেশ্বর বাস করছেন। দরকার হ'লে তাঁর, যখন যে কোন হৃদয় থেকে জেগে উঠেন। তাহ'লে মাধবদা, এই শিরোপা মাথায় দিই কি বল?

মাধব। বেশ, রাইনগরের সকলে চোখ মিলে দেখুক—রাজার কনকাঞ্জলি ঠাকুর রত্নেশ্বর মাথায় ধরেছে। [প্রস্থান।

(ইন্দুর গীত)

আর ভেবে কি হ'বে!
ভাববার পারে চ'লে চল সখা হে!
সে যে যেতে যেতে ফিরে চেয়েছে কত!
তুমি ত দিলে না দেখা হে॥

তাই আজ এই তোমার শাসন
সূতার নিগড়ে তোমার বাঁধন ;
আঁখির ইঙ্গিতে আদেশ পালন
তোমারি করম কোথা হে।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্দরমহল

কৃত্তিবাস ও লীলাবতী

কৃত্তি। যা বলবার সব তোমাকে বললুম। আর যা যা বলবার আছে একটু সুস্থির হয়ে ব'লব তোমাকে এর পরে।

লীলা। আর তোমাকে কিছু বলতে হবেনা।

কৃত্তি। ভাইকে যেন কিছু ব'লে লজ্জা দিয়োনা। সে সব কথা তুমি ছাড়া এখানে আর কেউ শোনেনি, শুনবেও না। তার ভবিষ্যতের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি আগে থাকতে ভেবেছি ; ভেবে উপায়ও ঠিক ক'রে রেখেছি। কমিশনার কাট-গুড়ী সাহেব যখন এখানে শীকার করতে এসেছিল, তখন তোমার ভাইয়ের হাকিমির জন্য তাকে অনুরোধ করেছিলুম। সাহেব স্বীকার করে গেছে, শিগ্‌গিরই তোমার ভাই একটা ডেপুটিগিরি পেয়ে যাবে। এদিকেও তুমি আছ, আমি আছি তোমার রমুকে পরের মুখাপেক্ষী হ'তে হবেনা রাণী!

লীলা। আর একশোবারই ব'লে আমাকে লজ্জা দিচ্ছ কেন রাজা!

তুমি যাও বাইরে—দেখগে, করগে তোমার যা কিছু করবার। তুমি আমাকে শুধু হুকুম দিয়ে যাও, এমন কাজ বোধ হয় ক'রব না, যাতে তোমার মর্য্যাদার হানি হবে।

কৃত্তি। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চললুম রাণী! রায় মশাই এসে পৌছুল কিনা একবার দেখে আসি।

লীলা। পৌছিলে তিনি কি আর বাইরে থাকতেন!

কৃত্তি। দেখ' রাণী, আমার দিদি নেই!

লীলা। সে অভাব ত আর পূরণ হবেনা রাজা যতদূর সামর্থ্য তার সেবা করবো।

কৃত্তি। আমি চললুম।

লীলা। সে পাগল—

কৃত্তি। আছে, আছে—অতিকষ্টে তাকে দূরে রেখেছি।

লীলা। আমি দেখতে পাবত?

কৃত্তি। তুমি না দেখলে কি তাকে ছেড়ে দেব! তুমি কাছে ব'সে তাকে খাওয়াবে। মনে হচ্ছে, সারাদিন তার পেটে অন্ন ঢোকেনি! সেই অবস্থায় ওই খরস্রোতা নদী সে সাঁতরে পার হয়েছে। জল অনেক পেটে যে ঢুকেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

লীলা। তুমি এসো।

[কৃত্তিবাসের প্রস্থান।

আর কোনও ভয় তোমার নেই স্বামী, আমার সে স্বপ্ন দেখার বয়স কেটে গেছে। বাঙ্গালীর প্রকৃত সংসার, চিরকালই অকূল সাগরের এপারে তার সহজ সৌন্দর্য্য নিয়ে ছোট কুটীর-বধূটির মত বেঁচে থাক্। বেঁচে থাক্, তার পত্র-পুষ্পভরা গাছপালা নিয়ে, তার

সাদা স্বচ্ছ আঙিনাটির আড়ালে। উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যের রাশি নিয়ে ওপরের শুধু দৃষ্টি-ভোলানো অট্টালিকা ওপারেই থাকুক।

জগবন্ধু সহ মথুরমোহনের প্রবেশ

মথুর। কইগো, আমাদের রাণী কই ?

লীলা। আসুন, ঠাকুর জামাই আসুন। (অগ্রগমন ও প্রণাম)

মথুর। এই যে, এই যে—এই যেরে জগবন্ধু, আমাদের রাণী। কিগো ঠাকরুণ, আমায় চিনতে পারছ ?

লীলা। তাইত, একি আপনার চেহারা হয়েছে ঠাকুর জামাই !

মথুর। চেহারা দেখছ, এখনও বেঁচে আছি এটা দেখছ না ?

লীলা। বালাই, কেন বেঁচে থাকবে না, আপনি পুরুষ মানুষ।

মথুর। না না রাণী আমাকে বেঁচে থাকতে ব'লনা। আমি মরতে এসেছি। তোমার কোলে মাথা রেখে—বুঝেছো ?

লীলা। আপনার ঘরে চলুন।

মথুর। আমার ঘরে ? আমার ঘর কি নিষ্ঠুর বিধাতা রেখেছে রাণী! তোমার ননদ কোলে ক'রে তোমাকে এখানে এনেছিল। তার কি পুরস্কার নেই রাণী ; আমি তোমার ঘরে অতিথি হব।

লীলা। ও কথা বললে আমাকে যে লজ্জা দেওয়া হয়, ঠাকুর জামাই। আমি ত আপনাদেরই ! সে ঘরও ত আপনার।

মথুর। তাহ'লে চল, দু'জ'নে মিলে রাজাকে তার সম্পত্তি থেকে বেদখল করি।—জগবন্ধু ! তোর দিদিমনি কোথা ?

লীলা। জগবন্ধু জানে না। সে আর ইন্দু বাগানে বেড়াতে গেছে।

মথুর। তাকে ডেকে নিয়ে আয়।

লীলা। ও পারবে না। যা জগবন্ধু, রান্নাবাড়ীতে মোহিনী আছে, তাকে ডেকে দে।

জগ। কেন পারব না, রাণীমা, আমিত বাগানে যাবার পথ জানি।

লীলা। রাজা সাহেবের হুকুম, চাকরই হ'ক কি যেই হ'ক, তার দোসরা হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন পুরুষ সে বাগানে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না।

[জগবন্ধুর প্রস্থান।

মথুর। রাজার কাছে যা শোনবার, সব শুনেছ রাণী?

লীলা। তিনি সব বলেছেন।

মথুর। বুঝেছ ত, সত্যি সত্যিই আমি তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে এসেছি।

লীলা। মরতে দেবো কেন ঠাকুর জামাই!

মথুর। সেবা করবে?

লীলা। ঠাকুরঝি আমাকে যতটা সেবার অধিকার দিয়ে গেছে, ততটা করব।

মথুর। রাণীর গুণ ভেতরে না থাকলে ভগবান কি যাকে তাকে ধ'রে রাণী ক'রে দিয়েছেন। তারপর, ওই মেয়েটিকে দেখেছ?

লীলা। বেশ মেয়ে।

মথুর। ওটি আমার বাল্য সখার একটি মাত্র মেয়ে। তোমার রমুকে ওটি দেবো ঠিক ক'রেছি। অবশ্য রাজার মত না নিয়ে ঠিক করিনি। এইবারে তোমার মত।

লীলা। আমার আবার এতে মতামত কি ঠাকুর জামাই! রাজা আপনি দু'জনে ঠিক করেছেন, আমার তাতে বলবার কি আছে।

মথুর। অম্‌নি দেব না রাণী, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তোমার ভাইকে যৌতুক দেবো।

লীলা। আপনার আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট।

মথুর। আশীর্ব্বাদও দেব, সম্পত্তিও দেবো। তার মা নেই, বাপ নেই। আর, আমার বলবার যেখানে যা, সে যে তোমারই শ্বশুর দিয়েছিল রাণী!

লীলা। সে যা বলবার রাজাকে বলবেন। এখন আসুন আমার হাত ধ'রে। (হাত ধরিল)

মথুর। আ! কতদিন পরে আমার হাত ধরলে রাণী?

লীলা। ঠাকুরঝি স্বর্গের যেখানেই ব'সে থাকুক না, রাগ করবেন না, জেনে ধরেছি ঠাকুর জামাই!

মথুর। চল, চল, চল—

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত।

রমণীচরণের প্রবেশ

রমণী। দিদি, দিদি!

লীলা। দিদি ব'লেই থম্‌কে দাঁড়ালি কেন? এগিয়ে আয়—আয়। রাজা যেমন তোর হিতাকাঙ্ক্ষী—ইনি তার চেয়ে এতটুকু কম ন'ন।

মথুর। কাছে এস ভাই, লজ্জা কি? তোমার কোনও দোষ আমি দেখি নি।—কি বলতে এসেছ, তোমার দিদিকে বল।

রমণী। দিদি!

লীলা। শুনবো পরে, আগে ঠাকুর জামাইকে প্রণাম কর।



মথুর। হয়েছে—হয়েছে। (রমণী প্রণাম করিল।)

লীলা। না, হয়নি, আগে প্রণাম কর। এইবারে কি বলতে চাও বল।

রমণী। আমার একটু অপরাধ হয়েছে। এখন বুঝেছি, ভুল বুঝেছি। লেখাপড়ার নামে কেবল কতকগুলো কথা আয়ত্ত করেছি। তার মূল উদ্দেশ্য যে, স্বাধীন প্রকৃতি তা লাভ করতে পারিনি। না ভাষায় না ভাবে, না ব্যবহারে।

মথুর। যখন বুঝেছ, তখন পেয়েছ। পাণ্ডিত্য কখন বৃথা যায় না। কাজে লাগালে সে কাজ, ধর্ম্মে লাগলে ধর্ম্ম—দেশের কল্যাণে লাগালে পাণ্ডিত্যই হয়—দেশের শ্রী।

লীলা। এখনি যাও ভাই। দেশের ছেলে দিশি হও। যাও—তোমাকে উপহার দেবার জন্য আমি দিশি মেয়ে আর দেশের সম্পত্তি তুলে রেখে দিলুম।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান

সুরমা ও ইন্দু

সুরমা। কই ইন্দু সই, সেত এলোনা!

ইন্দু। তোমার কি মনে হচ্ছে সই, এলোনা সে?

সুরমা। সন্ধ্যে যে হয়ে এলো, আসবার আর সময় রইল কই!

ইন্দু। সন্ধ্যের পরে?

সুরমা। এসে কল? আর ত আমরা এখানে থাকতে পাব না।

ইন্দু। এলোনা, না আসতে পারলে না ?

সুরমা। ছিঃ ও কথা আর বলিস্‌নি ইন্দু।

ইন্দু। এই উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাগান, চারদিকে তার পাহারা—

সুরমা। এ সব তার কাছে কিছু নয়, সে আসতে ইচ্ছা করলেই আসতে পারতো এলোনা।

ইন্দু। কেন এলোনা ?

সুরমা। মামা আমাকে যা বলেছিলেন, আমি তাকে শুনিয়েছিলুম। মামা বলেছিলেন, যদি তার সাহস ও সামর্থ্য থাকে, দেখা যেন আমার সঙ্গে করে সে রাইনগরে। শু'নে সে হেসে বলেছিল, আমার সাহসও আছে, সামর্থ্যও আছে।

ইন্দু। সই ! সে এলোনা ?

সুরমা। আমারই বলবার দোষে এলোনা। তাকে বলেছিলুম, আমি ঠাকুর রঘুরামের পুত্রবধূ। কিন্তু ছাই, একবারও ত বলতে পারলুম না, আমি তোমার বধূ !

ইন্দু। এখন যদি দেখতে পাও, তাহ'লে বল ?

সুরমা। আর কি দেখতে পাব !

ইন্দু। যদি সে আসতে পারত ?

সুরমা। আবার পার্‌তো বলছিস্‌ ইন্দু ! এবারে বললে আমার রাগ হবে।

ইন্দু। এখনি ত দেখছি রাগ হচ্ছে। শুনলুম, এ বাগানে কোন পুরুষের প্রবেশের অধিকার নেই।

সুরমা। পুরুষের না থাকতে পারে মহাপুরুষের আছে।

ইন্দু। তবে আসি সই—আবার কি বলতে কি বলে ফেলব।

সুরমা। হাঁ তাই, সন্ধ্যে হ'তে যেটুকু বাকি, সে সময়টুকুর জন্ত অন্ততঃ আমাকে একা থাকতে দে।

(ইন্দু প্রস্থান করিল, অপেক্ষায় দৃষ্টিতে সুরমা স্থিরভাবে চাহিয়া দাঁড়াইল। রত্নেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া ইন্দু পুনঃ প্রবিষ্ট হইল।)

ইন্দু। ওদিকে সে নেই সই।

গীত

ও দিকে সে নেই সই ও দিকে সে নেই,
দেখ দেখি পিছু চেয়ে এই কিনা সেই।

নাও, এইবারে আমি চললুম। আবার তোমার রাগ হবে।

[প্রস্থান।

সুরমা। এসেছো!—ওগো! উত্তর দিচ্ছ না কেন? আমার উপর অভিমান হয়েছে? বলতে ভুলে গেছি ব'লে ঠাকুর রত্নেশ্বর আমার স্বামী?

রত্নে। আমাকে এনেছে।

সুরমা। এনেছে? কে আনলে? বল—ওগো, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—বল।

কৃত্তিবাসের প্রবেশ

কৃত্তি। আমি এনেছি মা!

সুরমা। কেন আনলে বাবা? বল, বল—আমার চোখে যে জল আসছে! আসবার সাহস ও সামর্থ্য নেই দেখে দয়া ক'রে আনলে? বল, বাবা, আমার চোখ ফেটে যে জল আসছে।

[[illegible]

কৃত্তি। ব্যাকুল হ'সনি বুড়ী—ব্যাকুল হ'সনি ।

সুরমা। আমি যে এঁর শক্তি ও সাহস দেখবার জন্ত ব্যাকুল নেত্রে চারদিকে চেয়ে বেড়াচ্ছিলুম। কেন তুমি আনলে মামা! রাজা কৃত্তিবাস কি ভাগ্‌নীর স্নেহে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল ?

কৃত্তি। না।

সুরমা। তবে ?

কৃত্তি। অসাধারণ, অসাধারণ—সুরমা! দেবতার সাহস ও সামর্থ্য দেখে নিয়ে এসেছি। আমি ওর নদীপারের উপায় বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম। মাঝীদের আদেশ করেছিলুম, আমার পার হবার আগে তারা যেন কোনও অপরিচিত লোককে রাইনগরে প্রবেশ করতে না দেয়। পাগল সে আদেশ গ্রাহ্য করেনি। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। সেই কুমীর ভরা বিপুল নদীর খর স্রোতকে হারিয়ে এ পারে এসেছে। এসেছে আমার আগে। ধরেছে তোমাকে পথে। ও যদি সেখানে তোমাকে ইচ্ছা করত দেখতে, যারা তোমার পাল্কীর সঙ্গে ছিল, তারা রোধ করতে পারতো না। পাগল দেখেনি। দেখলে, আমার রাইনগরে আমার মর্য্যাদা, তোমার বাপের মর্য্যাদা চিরকালের জন্ত নষ্ট হ'য়ে যেতো। তাই কৃতজ্ঞতা দেখাতে মা, ওকে এখানে সঙ্গে ক'রে এনেছি।

সুরমা। (নতজানু) আমি যে একটা বড় অপরাধ করেছি !

রত্নে। না সুরমা !

সুরমা। না—করেছি। যে পরিচয় দিতে তুমি সাহস করনি, আমি সেই পরিচয় নিয়ে গর্ব্ব করেছি। আমার বলা উচিত ছিল, আমার পরিচয় তুমি। (উঠিয়া) মামা ! আমারও একবার বলবার ইচ্ছা

হয়েছিল, আমার পরিচয় আমি। রাণী অহল্যা বাই, রাণী ভবানী—এঁদের নামেই এঁদের পরিচয়। অতি কম লোকেই জানে এদের স্বামীর নাম। কিন্তু এরা সকলেই ছিল স্বামী-হারা। (যুক্তকরে) আমার স্বামী, অজর অমর—ঠাকুর রত্নেশ্বর।

মথুরমোহনের প্রবেশ

মথুর। সেটা দুজনে নির্জনে থাকলে, বলতে ভালো, শুনতে ভালো। তোমার বাবা আর মামার পক্ষে সে পরিচয়টা বড় সুবিধের নয় সুরো! লোকে সে পরিচয় শুনবে না। আমাদের বংশ মর্য্যাদা আছে।

সুরমা। কি মামা, তোমারও কি ওই কথা?

কৃত্তি। তুমি বুদ্ধিমতী, একথা তোমার জিজ্ঞাসা করাই যে ভুল হচ্ছে মা!

সুরমা। মামা! পৃথ্বীরাজের বাপের নাম কি?—যিনি তোমার আদিপুরুষ?

কৃত্তি। (মাথায় হাত দিয়া) বটে—বটে! তার বাপ্‌ও একটা ছিলই বটে—কি বল রায়?

মথুর। নিশ্চয় ছিল, নইলে কি সে ভুঁইফোঁড় হয়ে জন্মেছে!

সুরমা। তুমি ত শিশোদীয়—বাপ্পারাওএর বাপের নাম কি ছিল বাবা?

মথুর। (মাথায় হাত দিয়া) রাজা রাজা—তুমি সেটা নিশ্চয় জানো।

সুরমা। আর তোমাদের দুজনকেই জিজ্ঞাসা করি—রাজা দুষ্মন্তের বাপের নাম কি ছিল—শকুন্তলার যিনি শ্বশুর? আর কোথায় কেমন ক'রে তাদের বিবাহ হয়েছিল? সেই বিবাহের ফলে রাজা

ভরত। তার নামেই এই ভারতবর্ষ। যে নাম নিয়ে উচ্চকণ্ঠে তোমরা সকলে একবাক্যে চীৎকার করছ। রাজা! পুরুষকার আমার স্বামী, পুরুষকার আমার শ্বশুর। যখন ক্ষত্রিয় জাতির জীবন ছিল, তখন পরিচয় ছিল তার পুরুষকার। যেদিন থেকে জাতি হীন হয়েছে—সেইদিন থেকেই বংশ বংশ করে তারা পাগল।

কৃত্তি। বেশ, বেশ—ওরে! তোর ভিতরে এত অগ্নি ছিল!

সুরমা। নিজেরা কোন চুলোয় গেছে জানেনা, কেবল আমার পূর্ব্বপুরুষের এত ঐশ্বর্য্য এমন বীর্য্য, এত বড় নাম—এই সব কথা নিয়েই দেশ শুদ্ধ লোক মেতে আছে।

রত্নে। ছাই চাপা ছিল রাজা, ফুৎকারে তোমরা জালিয়ে দিলে। আর ত তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না সুরমা! মাধবদা!

মাধবের প্রবেশ

মাধব। আমাদের রাণীকে সঙ্গে নিয়ে চল রাজা?

মথুর। এই নাও ঠাকুর, তোমাকে দান করলুম। সম্মুখে অন্ধকার ভেদ ক'রে চলে যাও।

কৃত্তি। কোন উপহার?

রত্নে। এখন উপহার কেমন ক'রে হবে রাজা—হবে ভিক্ষা।

সুরমা। আমরা নেবো না।

কৃত্তি। এস তোমাদের বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দি।

লীলাবতীর প্রবেশ

লীলা। একটু অপেক্ষা রাজা!—এই নাও—তোমাদের গুরুজনের সুমুখে তোমার আয়তির চিহ্ন। (কপালে সিন্দুর দান)

[রত্নেশ্বর ও সুরমা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

সুরমা। আর ভাবছ কি চল—দুর্গা ব'লে অকূলে পড়া গেল, আর ভাবলে হবে কি ?

দ্বৈত গীত

রত্নে। মধুর মাধবী তুমি, কম্বিত কাঞ্চন কুলহারে

সুর। আমি ক্ষীণা মাধবী তুমি পরম প্রেমিক সহকার,
তোমারই মোহন গলে আশ্রয় পাব ব'লে—

রত্নে। বাহু বিসারিয়া আমি সমীপে তোমার।

সুর। আমি তোমারই তরে

রত্নে। আমি তোমারই তরে।

উভয়ে। মিলনে উভয়ে যা'ব বিষাদেরি পার।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দিরের সান্নিধ্য

গ্রাম্য যাত্রিগণের গীত

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া
শিঙা করিছে ভব ভম্ ভম্।
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্।
বব বম্ গাল বাজিয়া
মগন হ'য়ে প্রমথ নাথ
ঘটক ডমরু লইয়া হাত
কোটী কোটী দানব সাথ
শ্মশানে ফিরিয়া গাইয়া।
কটী তটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দুলিছে হাড়ের মাল।
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল,
গরজে গরল মাখিয়া। [*]

জানকীরাম ও রাণীবাই

রাণী। মরণ, মরণ—আমার মরণ হ'লনা? এই অপমান সয়ে আমি বেঁচে রইলুম? ওগো! কেমন ক'রে বীরনগরে এ মুখ দেখাব?

জানকী। ঠিক হয়েছে রাণু, আক্ষেপ কেন? এই রত্নেশ্বরের মন্দিরে এসে, এতকাল পরে আমার চোখ ফুটেছে। ঠিক হয়েছ, ঠিক হয়েছে—আক্ষেপ ক'র না। শুধু রাজা কৃত্তিবাস অপমান করেছে। বুঝি এখনো তোমার পুণ্য আছে—ডোম চণ্ডালে তোমার অপমান করেনি। সেইটে করলেই ঠিক হত,—সেইটে করলেই তোমার আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ত।

রাণী। ঠিক বলেছ, এখন আমি সেটা বুঝতে পারছি!

জানকী। পারছ রাণু, পারছ? বাপ মা মরা তিন বছরের ছেলে কোলে তুলে নিয়েছিলে। পুতনা রাক্ষসীর মত মেরে ফেলবার জন্য তাকে মাই দিয়েছিলে!

রাণী। ব'লনা—ব'লনা—আর সে কথা তুলোনা! মরণ—মরণ—এখনি আমার মৃত্যু হ'ক। রত্নেশ্বরের দোর থেকে আমাকে বাগ্‌দীর মত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে!

জানকী। দেবেনা? এ অপমান আমার যে এখন বড় মিষ্টি ঠেকছে। বিষয়ের লোভে ভাসুরপোকে মেরে ফেলে, এখন ছেলের কামনায় তুমি রত্নেশ্বরকে পূজো দিতে এসেছ। জাগ্রত দেবতা, তোমার আমার মত পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠার পূজো নেবে কেন?

রাণী। আর ব'লনা, দোহাই ঠাকুর, আর ব'লনা। এবার বললে আমি আত্মহত্যা করবো।

জানকী। অপমানের জন্য করবে, না অনুতাপের জন্য করবে? যে জন্যই কর, নরক এড়াতে পারবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর, ঘরে ফিরে চল। ঘরের ছেলে মেরে ফেলেছ, একটা পরের ছেলে পুষ্যি-পুত্তুর নিয়ে তোমার কোলে তুলে দিইগে চল। ঠাকুর রঘুরামের অন্ন তাকে খাইয়ো, তাহ'লেই তোমার আমার চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে।—আবার ওদিকে চাচ্ছ কেন? রত্নেশ্বরের দোর তোমার আমার কাছে জন্মের মত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

রাণী। ওগো, চুপ কর—কারা আসছে। আমি তাকে মেরে ফেলিনি।

জানকী। না—না—ভুল করেছি, মেরেছি আমি, মেরেছি আমি—সকলের চেয়ে পাপিষ্ঠ—এই স্ত্রীজিত নরাধম। হায় মাধব! আমাদের ঘাতকতার অপরাধে তুমি আজ যাবজ্জীবনের মত দ্বীপান্তরে!

সুরমা ও মাধবের প্রবেশ

সুরমা। দেখত মাধবদা, জনতা ছেড়ে নির্জ্জন পথের ধারে দু'টি মানুষ অমন ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

মাধব। কোথায় দিদি?

সুরমা। ওই যে—বোধ হয় যেন কাঁদছে।

মাধব। (কিছুদূর যাইয়া চমকিয়া ফিরিল) তুমি যাও, তুমি জিজ্ঞাসা কর।

সুরমা। কেন কি হ'ল মাধবদা?

মাধব। আমি এখানে দাঁড়াবও না, ওই দূরে গাছের তলায় রইলুম। কথা কও—তুমি কথা কও। আমার নাম পর্য্যন্ত মুখে এনোনা।

[প্রস্থান।

সুরমা। (কিছুক্ষণ মাধবের গমনপথের দিকে চাহিয়া অগ্রসর হইল) কেন মা, কেন বাবা, তোমরা দু'জনে এখানে বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে আছ ?

রাণী। আছি মা, মনে দুঃখ হয়েছে একটা তাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

জানকী। জগৎ শুদ্ধ লোক জেনে ফেললে, আর ও মেয়েটি দুঃখ দেখে দুঃখ করতে এসেছে, ওর কাছে গোপন কেন? এখনো তোমার চৈতন্য হ'ল না! মা! আমরা রত্নেশ্বরের দোর থেকে বড় অপমান ৎ. না পেয়ে ফিরে এসেছি।

সুরমা। কে অপমান করলে বাবা ?

জানকী। রাজা কৃত্তিবাস।

সুরমা। কি অপমান করলে ?

জানকী। চিরদিন রত্নেশ্বরের পূজায় আমাদের প্রথম অধিকার ছিল। সেই জেনে, মন্দিরে সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলুম।

সুরমা। রাজা কৃত্তিবাস প্রবেশ করতে দিলে না ?

জানকী। পুরোহিত বললে, আগে রাণী পূজা করবেন, তাঁর পূর্ব্বে কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না।

রাণী। অর্দ্ধেক রেখে বলছ কেন—বললে, আগে রাণী, তার পর যে যেখানে আছে সব। তার পর ঠাকুর জানকীরাম।—চমকে উঠলে কেন মা, আমি একবর্ণও মিছে বলিনি।

সুরমা। ঠাকুর জানকীরাম ? হাঁ বাবা, সঙ্গে কি লোক ছিল না ?

জানকী। থাকবে না কেন মা, দু'শো লোক সঙ্গে এনেছি। কিন্তু রাজার দু'হাজার লাঠিয়াল মন্দিরের দোর আগলে দাঁড়িয়েছে।

লোকের কাছে মুখ দেখাতে না পেরে এখানে পালিয়ে এসেছি। মনে করছি, রাত্রির অন্ধকারে মুখ ঢেকে পালাবো।

রাণী। কিন্তু কোথায় যে পালাবো, তা বুঝতে পারছি না।

রত্নেশ্বরকে লইয়া বালকের প্রবেশ

বালক। এই—এই বাবু, এই।

রত্নে। তুমি কি মা মন্দিরে ঢুকতে না পেয়ে ফিরে এসেছ ?

রাণী। এসেছি বাবা ! (জানকীরাম রত্নেশ্বরের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল)

বালক। ঢুকতে চাও মা, ঢুকতে চাও ?

রাণী। ঢুকতে ত চাই বাবা !

রত্নে। আমার সঙ্গে আসতে পারবে মা ?

রাণী। তুমি কি আমাকে মন্দিরে রাণীর আগে প্রবেশ করাতে পারবে ?

রত্নে। আগে থাকতে কেমন ক'রে বলব মা, চেষ্টা করবো।

জানকী। তোমার শক্তি কি ?

রত্নে। আমার শক্তি রত্নেশ্বর।

জানকী। মানে বুঝতে পারলুম না। রাজার প্রায় দু'হাজার লাঠিয়াল।

রত্নে। আমার সে সব কিছু নেই বাবা ! আমার শুধু আমি আছি।

সুরমা। কেন গো ঠাকুর, এরই মধ্যে এটাকে ভুলে গেলে ! আমি কি তোমার কেউ নই ?

জানকী। ওরে ছোঁড়া, কোথা থেকে একটা পাগলকে ধ'রে আনলি !

সুরমা। হাঁ ঠাকুর জানকীরাম, শুনেছি ঠাকুর রঘুরাম আপনার জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

রত্নে। কি বলছ সুরমা, ঠাকুর জানকীরাম কে? (পরস্পরে মুখ দেখাদেখি)

জানকী। বাবা! বেঁচে আছ? রত্নেশ্বর! রত্নেশ্বর!

রাণী। রত্নেশ্বর? ওগো, কি বলছ গো!

জানকী। এই দুই পাপিষ্ঠ-পাপিষ্ঠার মেয়ে ফেলবার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ ক'রে তুমি বেঁচে আছ?

মাধবের প্রবেশ

মাধব। ছোটঠাকুর, ছোটঠাকরুণ! চিনতে পার?

রাণী। মাধব! মাধ

জানকী। মাধব! তুমি যে দ্বীপান্তরে।

মাধব। আমাকে মুক্তি দিয়েছে—

জানকী। তোমার খুড়ো খুড়ীকে ক্ষমা ক'রে আমাদের সঙ্গে কি আসবে বাবা রত্নেশ্বর?

মাধব। এখন কি দিতে পারি মা! মারতে গেলুম, পারলুম না—মায়ে কোলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দ্বীপান্তরে চলে গেলুম।

জানকী। দাও মাধব! তোমার রত্নেশ্বরের সম্পত্তি রত্নেশ্বরের হাতে তুলে দিয়ে আমরা দু'জনে কাশী চলে যাই।

রাণী। ঠিক বলেছ, আর কেন? ছেলের মানত ক'রে রত্নেশ্বরের পূজো দিতে এসেছিলুম, ঠাকুরের দয়ায় পথেই আমার ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছি।

সুরমা। উঁহু সেটি হবে না। আমার পরিচয় সম্পূর্ণ না ক'রে যেতে পাচ্ছনা। আগে যেতে হবে রত্নেশ্বরের মন্দিরে।—মাধব দা! আমার শ্বশুর হ'লে কি করতেন?

মাধব। ঠাকুর রঘুরাম হ'লে মৃত্যু ভয়ে নিজের অধিকার তিনি কদাচ ত্যাগ করতেন না।

জানকী। আমার কুল-লক্ষ্মী তুমি? এস ম', কাছে এস তোমাকে দেখি।

রাণী। তাইত ঠাকুর, আমরা কি পেতে এসে কি পেলুম।

জানকী। এসমা সঙ্গে—তোমার শ্বশুরের অধিকার আমি আর ত্যাগ করতে বলতে পারিনা।

রাণী। আমিও বলিনা বউ মা, আমার আজ মরতে বড় লোভ হচ্ছে।

রত্নে। বালক! আমি যে এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তোকে ভুলে গিয়েছিলুম। তুই আমাকে ধরে এনে যা দিলি, এক রত্নেশ্বর ভিন্ন আর যে কেউ তা দিতে পারে না!

বালক। আমাকে কিছু বক্‌সিস দিতে চাও নাকি ঠাকুর?

রত্নে। প্রতিদান যে নেই ভাই।

বালক। আমাকে মন্দিরে ঢোকাতে পার?

রত্নে। যদি নিজে ঢুকতে পারি, তাহ'লে পারি।

বালক। আমি কি জাত জানো?

রত্নে। সে আমাকে জানতে হবে না। যদি জাত হিসেব ক'রে, দেবতার মন্দিরে ঢুকতে হয়, তা হ'লে বুঝবো, হয় সে জড়ের জড় পাথর, নয় সে ধনীর খোসামোদ করা দেবতা। এই দুই অবস্থাতেই কালাপাহাড়ের মত তার মাথা চূর্ণ ক'রে দেব।

মাধব। আয় ভাই, আমাদের সঙ্গে।

রাণী। আয় বাপ্, তুই যেই হ—আমাদের সঙ্গে আয়।

বালক। আমার যাওয়া হয়েছে গো ঠাকুর, আমার ঠাকুর দেখা হয়েছে।

সুরমা। আমাদের সঙ্গে যাবি না ভাই?

বালক। না ভাই, না ভাই। (নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

রত্নে। যদি সর্ব্বাগ্রেই প্রবেশ করতে হয়, তাহ'লে আরত দেরি করতে পারি না!

বালক। দেরি ক'রনা বাবু দেরি ক'রনা।

গীত

জানি তুমি পাথর কভু নও।
যুগে যুগে ধর্ম্মে ঢুকে মর্ম্ম কথা কও॥
যখন সত্যে ক'রে অপমান
ফুলে উঠে অভিমান—
মানুষকে আর দেখতে না দেয় কোথায় তুমি রও।
তখন ওই পাষাণ গায় যে বাঁশির গান
সুরে জগৎ পাগল ক'রে আপনি পাগল হও।

বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওরে চলে আয় চলে আয়। ঠাকুরের মন্দিরে তোর যে ফুল ছড়াবার নিমন্ত্রণ হয়েছে।

কৃত্তিবাস ও [illegible] প্রবেশ

কৃত্তি। কি বেয়াই, আবাহন করিনি ব'লে বৈরাগ্য নিতে চাইছিলে নাকি।

জানকী। তাইত রাজা, আমি যে পাগল হবার মত হলুম !

মথুরমোহনের প্রবেশ

মথুর। বেয়ান সঙ্গে নিয়ে বৈরাগ্য হয় না। বৈরাগ্য নিতে হ'লে উটিকে আমাদের কাছে রেখে যেতে হয়। ঠাকুর জানকী রাম! এটি আমার কন্যা। (সুরমাকে দেখাইল)

জানকী। এখন—আমার এখন—আমার এখন—আমার !

লালা। এস বেয়ান তোমাকে আবাহন করি।

কৃষ্ণ। সকলেই তোমাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। চল—রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ

পুরুষ ও স্ত্রীগণ

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা
বমবম বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে
দুলিছে কপাল মাল॥
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে।
উগরে অনল ত্রিশূল রাজে।
ধক ধক ধক মৌলি বদ্ধ
জ্বলে শশাঙ্ক ভাল॥

পটপরিবর্ত্তন

মন্দিরাভ্যন্তর

শিবলিঙ্গের সম্মুখে কুমারীগণ

আনো ফুলরাশি আনো ফুলরাশি
ঢালো ঢালো ওগো ভোলার পায়।
প্রতি গুঞ্জরে, সযতনে ধ'রে
কুঞ্জরাণী ওরা কি গান গায়।
বলে ওগো ওগো কোথায় কে তোরা
সারাদিন ধ'রে ব'সে যে আছি মোরা
কখন কোথা হ'তে মালা যে আসে নিতে
জ্বালা যে জাগে চোখে কাঁদিতে চায়
বেলা যে ব'য়ে গেল নিবিড় আয়।

জানকীরামকে লইয়া কৃত্তিবাস, রাণীবাইকে লইয়া লীলাবতী মথুরমোহন প্রবেশ করিল

কৃত্তি। যা গো তোরা মন্দিরদ্বার থেকে আবাহন ক'রে নিয়ে আয় তাকে, যে ঠাকুর রত্নেশ্বরের প্রথম পূজার অধিকারী। নিয়ে আয় তাকে ওই অসংখ্য কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে।

লীলা। নিয়ে আয় তাকে, বনে যার প'রিচয়, মাঠে যার পরিচয়, কুটীরে যার পরিচয়, প্রাসাদে যার পরিচয়।

কুমারীগণের অগ্রগমন রত্নেশ্বর ও সুরমা, বালক বালিকা ইন্দুর প্রবেশ

মথুর। আর এই সমস্ত পরিচয়ের মীমাংসা হ'ক এই—
রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

(রত্নেশ্বরের হস্তে সুরমাকে দান)